NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ওড়িশায় বন আধিকারিকের ফ্ল্যাটে টাকার পাহাড়

রাজস্থানে কাজে গিয়ে গ্রেপ্তার মালদার শ্রমিক ৭

কলকাতা ২৬ জুলাই ২০২৫ ৯ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.07.2025, Vol.19, Issue No. 47, 8 Pages, Price 3.00

সল্টলেকে বৃষ্টির জমা জলে সাঁতার কেটে অভিনব প্রতিবাদ বিজেপির যুব মোর্চার।

বৃষ্টির সেঞ্চুরিতে বানভাসি কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কলকাতায় বৃষ্টিপাতের 'সেঞ্চুরি'। আর বৃষ্টির এই সেঞ্চুরির দাপটে বানভাসি কলকাতা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ধাপা আর উল্টোডাঙায় ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত। সেঞ্চুরি হয়েছে ধাপাতেও।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে একটানা বৃষ্টিতে ফের জল থই থই অবস্থা শহরের একাধিক অঞ্চলে। নিম্নচাপের জেরে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণে শহরের রাস্তাঘাট দিনের শুরু থেকেই কার্যত জলে ভরে গিয়েছে।

এদিকে এই প্রবল বৃষ্টির জেরে কার্যত চেনা ছন্দ হারায় শহর কলকাতা। জল জমে থাকায় এদিন সকাল থেকেই একাধিক রাস্তায় গাড়ির গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। সড়কপথে কলকাতার লাইফ লাইন সিআর অ্যাভিনিউ একেবারে বানভাসি চেহারা নেয়। পাশাপাশি টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ধর্মতলা, পোস্তা, বড়বাজার, কৈখালি, দমদম । জল জমে এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের একাংশে। ফলে স্বাভাবিক ছন্দ হারায় যানবাহন। একই অবস্থা বিধাননগর, নিউটাউনেও। একাধিক জায়গায় জল জমার কারণে ধীরে চলছে বাস, অটো। অন্যদিনের তুলনায় বাসও ছিল কম। ফলে ভোগান্তি হয় নিত্যযাত্রীদের।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দমদম, কৈখালি, ধর্মতলা, পোস্তা, বড়বাজার, এজেসি বোস রোড উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায়। যান চলাচলে সমস্যা হয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারাও পড়েছেন বিপাকে। কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশে জমেছে জল। তবে রানওয়েতে এখনও জল ওঠেনি বলেই দাবি করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তাই আগে থেকেই পাম্প বসিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মীরাও ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন রয়েছেন।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সংলগ্ন এলাকায় যে নিম্নচাপটি অবস্থান করছিল, তা এদিন দুপুরের পর থেকে ঘণ্টায় ১৩ কিমি গতিবেগে পশ্চিম এবং উত্তরপশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। বাংলাদেশের খেপুপাড়া থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলটি ১৫০ কিমি পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে। আবার ক্যানিং থেকে এর অবস্থান ৬০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে। আর সাগরদ্বীপ থেকে দূরত্ব ৮০ কিমি। কলকাতার ১০০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে নিম্নচাপ অঞ্চল। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে সরে যাবে। পাশাপাশি মৌসুমী অক্ষরেখা এখন যথেষ্ট সক্রিয়। জম্মু, চণ্ডীগড়, গোরক্ষপুর, পাটনা, বাঁকুড়া হয়ে কলকাতা পর্যন্ত এই অক্ষরেখাটি বিস্তৃত। এর জেরে আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এই বৃষ্টিপাত কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতিভারী।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি চলবে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বর্ষণের দাপট আরও বেশি হতে পারে। ফলে নিচু জায়গাগুলি নতুন করে জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

শুক্রেও অচল সংসদ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন। সেদিন থেকে শুক্রবার পর্যন্ত টানা পাঁচদিনের অধিকাংশ সময়েই মুলতুবি থেকেছে লোকসভা। কিছুটা সময়ে রাজ্যসভায় আলোচনা হলেও তা না হওয়ারই সমান।

বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা, বিহারে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন, অপারেশন সিঁদুর-নানা বিষয় নিয়ে বারবার সংসদে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। বাদল অধিবেশনে বিরোধীরা আলোচনার দাবি জানালেও তা কানেই তোলেনি ট্রেজারি বেঞ্চ। ফলে আরও তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন বিরোধীরা। তার জেরে চলতি সপ্তাহে বারবার ব্যাহত হয়েছে সংসদের কাজ। তবে আগামী সপ্তাহে এমনটা হবে না বলেই জানা গিয়েছে।

চলতি সপ্তাহের পুরোটাই হইহট্টগোলের জেরে ব্যাহত হয়েছে সংসদের অধিবেশন। সূত্রের খবর, তার পরেই সর্বদল বৈঠক করেন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে মতপার্থক্য থাকবেই। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে তা মেটানো উচিত, স্লোগান দিয়ে নয়। সেই বৈঠকেই বিহার এসআইআর নিয়ে আলোচনায় খানিকটা সহমত হয়েছেন সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সাংসদরা। ফলে আগামী সপ্তাহে হয়তো খানিকটা আলোচনা হতে পারে বাদল অধিবেশনে।

বিগত দিনের মতো শুক্রবারও লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায় দুপুর দু'টো পর্যন্ত। এদিন অধিবেশন শুরুর আগে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'সংসদে আমরা বারবার বাঙালি হেনস্তা নিয়ে সরব হয়েছিল। সংসদের বাইরেও নানা জায়গায় আমরা তুলে ধরেছি, বাংলাভাষী ভারতীয়দের কীভাবে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু এই নিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চ আলোচনা করতে চায় না বলেই বারবার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হচ্ছে।'

মহারাষ্ট্রে নিহত বাংলার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে কুপিয়ে খুন। নৃশংসতা এতটাই ভয়াবহ যে কুপিয়ে খুনের পর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তাবন্দি করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। মৃত বাংলার সেই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আবু বক্কর মণ্ডল (৩৩)। খুনের ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ভাসি পুলিশ থানার ওয়াসিগাও এলাকায়।

মৃত আবু বক্কর মণ্ডলের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার রুদ্রপুরে। বেশ কয়েকবছর হল মহারাষ্ট্রে শ্রমিকের কাজ করছিল সে। সেখানে মূলত রাজমিস্ত্রির কাজ করত। সেখানেই তার স্ত্রীকে নিয়ে সে বসবাস করত। গত রবিবার, ২০ জুলাই সন্ধ্যার পর থেকে আবু বক্কর মণ্ডলের কোনও খোঁজ পাচ্ছিল না তার পরিবার। মোবাইলের সুইচ বন্ধ ছিল। সেই দিন এবং পরের দিন খোঁজাখুঁজির পর না পাওয়া গেলে স্থানীয় ভাসি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। এরপর ভাসি থানার পুলিশ তদন্তে নামে। গত মঙ্গলবার সে যেখানে থাকতো তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি ডোবার ভিতরে বস্তাবন্দি অবস্থায় তার টুকরো টুকরো করা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ তার পরিবারকে সেই দেহ দেখালে পরিবার আবু বক্করকে শনাক্ত করে। এরপর

পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের পর মহারাষ্ট্র থেকে কফিনবন্দি দেহ বৃহস্পতিবার রাতে বাদুড়িয়ার রুদ্রপুরে তার বাড়িতে আনা হয়। দেহ বাড়ি ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্রমিকের মা-বাবা-সহ অন্যান্য আত্মীয় পরিজনরা। পরিবারের তরফে ইতিমধ্যেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে। পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর এরকম অত্যাচার করে খুনের ঘটনা ঘটলো কেন সে বিষয়েও জানতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন করেছে তার পরিবার। রাতেই তার দেহ কবর দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের ভাসি থানার পুলিশ এই খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শূন্যপদে নিয়োগ

■ **নির্বাচন কমিশনের অনুরোধ মেনে রাজ্য সরকার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তিনটি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়ে থাকা অতিরিক্ত সিইও, যুগ্ম সিইও এবং ডেপুটি সিইও;এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণে তিনটি করে নামের পৃথক প্যানেল শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। কমিশন ওই তালিকা থেকে একটি করে নাম বেছে নেবে। ইতিমধ্যেই এই তিনটি পদে সম্ভাব্য নিয়োগের জন্য পৃথক প্যানেল নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। কমিশনের অনুমোদন মিললেই চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদের জন্য তিনজনের নাম পাঠানো হয়েছে।**

চিনের বাড়া ভাতে ছাই দিতে মুইজ্জুকে বুকে টানলেন মোদী

মালে, ২৫ জুলাই: মালদ্বীপের সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' বাড়াতে চাইছে ভারত। চিনপন্থী প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে দু'দিনের সফরে সেদেশে পা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে বিমানবন্দরে নেমেই স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে বুকে টেনে নিয়েছেন মুইজ্জুকে।

ব্রিটেন সফর সেরে মালদ্বীপ পাড়ি দিয়েছেন মোদী। শুক্রবার তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন মুইজ্জু। বিমান থেকে নেমেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। রাজধানী মালেতে 'বন্দে মাতরম' এবং 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে মোদীকে স্বাগত জানান মালদ্বীপের আমজনতা। পরে মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মালদ্বীপের প্রবাসী ভারতীয়রাও। এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী মলদিভিয়ান ভাষায় এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু নিজে আমাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে এসেছেন। আশা করি

ভারত-মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।' এর পরে মলদ্বীপের ৬০তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যোগ দিতে যান প্রধানমন্ত্রী। ২১টি তোপধ্বনির মাধ্যমে সম্মানিত করা হয় মোদীকে।

এদিকে, মুইজ্জুর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, দুই রাষ্ট্রনেতার শুক্রবারের বৈঠকের আলোচনার অন্যতম বিষয় ভারতের তরফে মালদ্বীপকে সাড়ে ৫৬ কোটি ডলার (প্রায় ৪৯০০ কোটি টাকা) ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব। এ ছাড়া মোদী-মুইজ্জু বৈঠকে ভারত-মালদ্বীপ 'মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি' এবং সমুদ্র গবেষণা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা।

দেশটির ৬০তম জাতীয় দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই মালদ্বীপে গিয়েছেন মোদী। এই নিয়ে তৃতীয়বার মালদ্বীপে গেলেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হন মুইজ্জু। তারপর এই প্রথমবার কোনও রাষ্ট্রনেতা মালদ্বীপে পা রাখলেন।

মৃত্যু-ধারায় উদ্বেগ, 'অপরাজিতা বিল' ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী নির্যাতনের অপরাধে কঠোরতম শাস্তির লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া অপরাজিতা বিল রাজ্যকে ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, বিধানসভায় পাশ হওয়া 'দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল লজ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪'-এ প্রস্তাবিত মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ইতিমধ্যেই এই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্র সরকার 'অপরাজিতা' বিলে প্রস্তাবিত কয়েকটি সংশোধনী নিয়ে ইতিমধ্যেই তাদের পর্যবেক্ষণ রাজভবনকে জানিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিলটি ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। বিধানসভার সূত্রে খবর, বিলটি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠিয়েছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ভবন সেই বিল রাজভবনে ফেরত পাঠিয়েছে কিছু প্রশ্ন তুলে।

বিধানসভার এক আধিকারিক বলেন, 'বিলটি এ বার রাজভবন থেকে আসবে বিধানসভার সচিবালয়ের কাছে। সচিবালয় থেকে বিলটি পাঠানো হবে নবান্নে।

রাষ্ট্রপতি ভবন যে সব বিষয় নিয়ে রাজ্যপালের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন, সেই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাইবে রাজভবন।'

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'অপরাজিতা বিল রাজ্যকে ফেরত পাঠালো কেন্দ্র? ধর্ষণ, খুনে মৃত্যুদণ্ডকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর সাজা বলে চিহ্নিত করে আপত্তি করল তারা? রাজভবন সূত্রে খবর পেয়েছি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। এটা সত্য হলে তীব্র প্রতিবাদ থাকল। বিজেপির মানসিকতা কী, সেটা এ বার স্পষ্ট হল।'

সূত্রে খবর 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩'-র ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধনের মাধ্যমে ধর্ষণের শাস্তি বাড়িয়ে ১০ বছরের পরিবর্তে যাবজ্জীবন (আজীবনের জন্য) বা মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই সংশোধনীকে 'অতিরিক্ত কঠোর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছে।

এছাড়াও, বিলটিতে ৬৫ নম্বর ধারা বাতিলের প্রস্তাব রয়েছে, যার ফলে ১৬ বছরের নীচে ও ১২ বছরের নীচে ধর্ষণের শাস্তির মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, এমন সংশোধনী শাস্তির মাত্রার ভারসাম্য নষ্ট করে।

প্রস্তাবিত বিলে ৬৬ নম্বর ধারার ক্ষেত্রে; যেখানে ধর্ষণের ফলে নির্যাতিতার মৃত্যু বা 'পারসিসটেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট'-এর ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পর্যবেক্ষণ, এতে বিচার ব্যবস্থার বিবেচনার স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়। রাজভবন সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রের এই সব পর্যবেক্ষণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা পাঠানো হয়েছে উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য।

ছাদ ভাঙল মাথায়, স্কুলে বলি ৭

জয়পুর, ২৫ জুলাই: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রাজস্থানের একটি স্কুলে। ক্লাস চলাকালীনই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল স্কুল ভবনের ছাদ। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে সাত জনকে মৃত অবস্থাতেও উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। আহত আরও অনেকে। শুক্রবার রাজস্থানের ঝালওয়াড়ের ঘটনা।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ঝালাওয়াড়ের মনোহর থানা এলাকার পিপলোড়ি গভর্নমেন্ট স্কুল ভবনের ছাদ ধসে যায়। ঘটনা নজরে আসতেই প্রথমে স্থানীয়েরা ছুটে আসেন উদ্ধারকাজে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনকে। ঘটনাস্থলে আসে দমকল এবং উদ্ধারকারী দল।

এদিকে এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত কয়েক দিন ধরেই দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে রাজস্থানের ঝালাওয়ারে। শুক্রবার সকালে টানা বৃষ্টির জেরেই ঝালাওয়ারে পিপলোদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। চলছিল ক্লাস। আচমকা ছাদ ভেঙে

পড়ায় তাতে চাপা পড়ে চারজন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। বেশ কয়েকজন আহত হয়।

মোদী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'রাজস্থানের ঝালাওয়ারের একটি স্কুলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই কঠিন সময়ে আমার সমবেদনা ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করছে।' প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, যখন দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন শিক্ষাপ্রাঙ্গণে অন্তত ৪০ জন শিশু ছিল। এ ছাড়াও, কয়েক জন শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আচমকা স্কুল ভবনের একতলা ধসে যায়। আর তার নীচেই আটকে পড়েন পড়ুয়া এবং শিক্ষকেরা।

ঝালাওয়াড়ের পুলিশ সুপার (এসপি) অমিত কুমার সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় পর পরই চার জন শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। আহত আরও কয়েক জন। তাদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলের ধ্বংসস্তূপ সরাতে চারটি জেসিবি মেশিন আনা হয়। আহতদের মনোহর থানা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে গুরুতর আহতদের ঝালাওয়াড়ের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করছেন জেলা আধিকারিকেরা।

সূত্রের খবর, ভেঙে পড়া স্কুলটি অবস্থা বহু দিন ধরে জরাজীর্ণ। বার বার অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি বলে দাবি অভিভাবকদের একাংশের। উল্লেখ্য, প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চলত রাজস্থানের এই স্কুলে।

কল্যাণের বচনে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে 'বিদ্বেষমূলক', 'বিকৃত ইতিহাসের ছাপ' এবং 'বাঙালি-গুজরাতি ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত' বলে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কল্যাণের কথায়, 'একটাও গুজ্জুকে ছাড়া হবে না';এই ধরনের উন্মত্ত হিংসাত্মক উক্তি কেবল অশালীনই নয়, এটা আসলে গোটা গুজরাতি সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা উস্কে দেওয়ার এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টা। সভ্য সমাজে এই ধরনের বচনের কোনও স্থান নেই বলে উল্লেখ করেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুর আরও বক্তব্য, ''গুজরাতিদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়ে ব্যঙ্গ করে, 'গুজ্জুরা স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনও ভূমিকা নেয়নি';এই মন্তব্য শুধুই মিথ্যাচার নয়, গোটা একটি গর্বিত জাতির মর্যাদার উপর আক্রমণ। জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ছিলেন গুজরাতি, লৌহপুরুষ সরদার বল্লভভাই প্যাটেলও গুজরাতের সন্তান। ইতিহাস বিকৃত করে এই জাতীয় অসম্মানজনক উক্তি কেবল জ্ঞানহীনতাই নয়, এটি জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর একটি 'সস্তা ও নিন্দনীয় কৌশল'।''

এই প্রেক্ষিতে লোকসভার

অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অনুরোধ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''সংসদের ভিতরে এই ভয়ংকর উক্তি হয়েছে। আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অনুগ্রহ করে বিষয়টি নজরে নিন। একইসঙ্গে গুজরাতের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলজিকেও অনুরোধ করব, যেন এই 'মটরমুখো' সাংসদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি যে ভাবে সংযম হারিয়ে মুখ খুলেছেন, তা সাংসদ হিসেবে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।''

শুভেন্দুর দাবি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য শুধু 'বিতর্ক' নয়, তা 'বাঙালি ও গুজরাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা'। তাঁর মতে, 'এই হিংসাত্মক ভাষা ভারতের ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরম্পরার ওপর সরাসরি আঘাত।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৪৭ নং এফিডেভিট বলে Rabin Banerjee S/o. Murari Mohan Bandyopadhyay ও Rabin Bandyopadhyay S/o. M. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪০৯ নং এফিডেভিট বলে Swapan Paul S/o. Nani Gopal Paul ও Swapan Pal S/o. N. G. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে জুলাই, ৯ ই শ্রাবন। শনি বার। শুক্লপক্ষ দ্বীতিয়া তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের
শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬৫০ নং এফিডেভিট বলে Rumpa Ganguly W/o. Subrata Ganguly ও Rumpa Nath D/o. Shankar Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Abdul Rahim Mondal S/o. Abdul Sattar Mondal ও Md Abdul Rahim Mondal S/o. A S Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Akash Kumar Singh** S/o **Prem Kumar Mahato**, R/o at Chhota Tengra, P.O-Kharagpur, PS-KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur - 721301 hereby solemnly affirm and declared that in my birth certificate Regn. No.-486381, dated : 07/01/1998 & in my School records my father's name have been wrongly recorded as **Prem Kumar Singh** instead of my father's actual / correct name i.e. **Prem Kumar Mahato** vide Affidavit No.- 8813, Dated 22/07/2025 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Kharagpur. **Akash Kumar Singh** S/o **Prem Kumar Mahato** and **Akash Kumar Singh** S/o **Prem Kumar Singh** both are same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ০২/১২/২০২৪, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Jana (old name) S/o. Tapan Jana R/o. Taldah, Dwarhatta, Haripal, Hooghly-712403, W.B. নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করে সর্বত্র Mubarak Shaikh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Soumen Jana & Mubarak Shaikh S/o. Tapan Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি **সরস ধুঞ্জিশাও ভাচা**, পিতার নাম ধুঞ্জিশাও মেহেরওয়ানজি ভাচা, বাসস্থান- ফ্ল্যাট নম্বর ১০, ৬ গ্রান্ট লেন, ডাকঘর - বৌবাজার, কলকাতা - ৭০০০১২, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার সম্মুখে শপথ নেওয়া ২৪/০৭/২০২৫ তারিখের এফিডেভিট নং ২৩১৪ দ্বারা আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমি **সরস ডি ভাচা** নামে পরিচিত হবো। **সরস ধুঞ্জিশাও ভাচা** এবং **সরস ডি ভাচা** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

ধর্ম-পরিবর্তন

আমি, রাখি মল্লিক, পিতা- কুন্দন মল্লিক, ৮১, নীলগঞ্জ রোড, পাজাভিলা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, বিগত ইংরাজী ২৫.০৭.২০২৫ তারিখে বারাসাতে নোটারি অ্যাফিডেভিট নং ২৪ /২০২৫ বলে হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া রাখি মল্লিক নামে পরিচিত হলাম। ইসলাম ধর্ম অনুসারী রাখি মল্লিক আইনের দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পূর্ব মেদিনীপুর
মোকাম তমলুক ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট
মহোদয়ের আদালত
নং বি-মোৎ (Succession)
মোকর্দ্দমা ২০২০ সাল

১। শ্রীমত্যা রীতা সামন্ত, স্বামী- স্বর্গীয় সঞ্জয় কুমার সামন্ত ২। শ্রী তুফান কুমার সামন্ত, পিতা- স্বর্গীয় সঞ্জয় কুমার সামন্ত উভয়ের সাং- ক্ষেত্রহাট, পোঃ- পয়াগ, থানা- কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর। ৩। শ্রীমতী তনুশ্রী দাস, স্বামী- শ্রী শান্তনু দাস, সাং- রাজচক, পোঃ- পূর্ব শ্রীরামপুর, থানা- মহিষাদল, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর। ৪। শ্রীমতী অঞ্জনা দিন্দা, স্বামী- শ্রী সোমনাথ দিন্দা, সাং- কাঁটাবনিশাসন, পোঃ- গোপালনগর হাট, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। ৫। শ্রীমতী অপর্না সানকি, স্বামী- শ্রী শ্রীকান্ত সানকি, সাং- খাড়িশা, পোঃ- কোলাঘাট, থানা- কোলাঘাট, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। ...দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

শ্রী লক্ষীনারায়ন মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র মন্ডল, সাং- কোলাগাছিয়া, পোঃ- বৈষ্ণবচক, থানা- কোলাঘাট, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।

—প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারীগণ তাহাদের পূর্বাধিকারী কোলাঘাট থানাধীন ক্ষেত্রহাট সাকিনের গত ইং ১০/০৬/২০১৮ তারিখে মৃত মালতি রানী সামন্ত, স্বামী- স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ সামন্ত এর ত্যক্ত এল. আই. সি. আই., তমলুক ব্রাঞ্চ এর 498662859 নং Life Insurance Policy এর ১,২৫,০০০/- টাকা পাওনা বাবদ Succession Certificate পাওনের দাবীতে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। অত্র Succession Certificate পাওনের ব্যাপারে কাহারো ও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবুর মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্র প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
অদ্য সন ১৯/০৭/২০২৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যনুসারে
কিশলয় পাহাড়ী
সেরেস্তাদার,
তমলুক ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত
তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর
১৯-০৭-২০২৫

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা
দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪,
মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) মো: সওকত মন্ডল, পিতা- মৃত সামসুদ্দিন মন্ডল, ২) মোসা: রিজিয়া বিবি, স্বামী- মৃত আরফা সর্দার মন্ডল, ৩) মোসা: ফিরোজা বিবি, স্বামী- মো: সিরাজুল মন্ডল, ৪) মোসা: রসিনা বিবি, স্বামী- মৃত ফজলুর হক মন্ডল, [illegible] উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট - II B.L.& L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রীমতী চপলা বালা বিশ্বাস, স্বামী- ৺কনক চন্দ্র বিশ্বাস, সাং- বীরা, থানা- ধানতলা, জেলা- নদিয়া, ২) শ্রীমতা গুরুদাসী বিশ্বাস, [illegible] ৫) শ্রীমতি অরুনা মৈত্র, স্বামী- শ্রী প্রভাত সমীর মৈত্র, সাং- বীরা, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, ৫৩ নং বস্তা, ৬২ নং বীরা ও ৭৪ শিকড়ী মৌজা পক্ষে বিগত ইং ৩১/১০/১৯৯৫ তারিখে IV - ৮৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী কমলেশ বিশ্বাস, পিতা - ৺কনক চন্দ্র বিশ্বাস,সাং - বীরা, থানা- ধানতলা, জেলা- নদিয়া, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট - II B.L.& L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, নবদ্বীপের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত (সিভিল জজ) আদালত
মিস প্রোবেট কেস নং ০৪ / ২০২৩

দরখাস্তকারী:- সোমনাথ দাস, পিতা- গোরা দাস, সাং- হাসপাতাল কোয়াটার, প্রতাপনগর, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।
এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী **সোনালী দেবী**, পিতা- মৃত ধর্মদাস হালদার, সাং- স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি রোড, ওয়ার্ড নং ১৫ নবদ্বীপ পৌরসভা, নবদ্বীপ, নদীয়া'র ত্যক্ত **উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য** অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন।
এক্ষণে কাহারো ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
'ক' তপশীল(স্থাবর সম্পত্তি): জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, হোল্ডিং নং ১৮/১, বুড়োশিবতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ওয়ার্ড নং ১৪ নবদ্বীপ পৌরসভা,**মৌজা**- ২০নং নবদ্বীপ, **খতিয়ান**- আর.এস. ১০৩৭৯, ১০৩৮০, **দাগ নং**- আর.এস.৪৬৫০/১০৮৬০, এল.আর. ৭৮৭৯, **রকম**- বাড়ী, পরিমান- ১২ শতক স্থাবর সম্পত্তি হইল বিক্রয় কোবালা দলিল নং ১৬০১/২০২২ **ক্রেতা-সোনালী দেবী, বিক্রেতা- রঘুনাথ দে**, এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ, নদীয়া। **'খ' তপশীল: নবদ্বীপ ওভার সীজ ব্যাঙ্কের** গচ্ছিত **সোনালী দেবীর** নামীয় এ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা ও ফিক্সড ডিপোজিট এর টাকা।
আদালতের শীল মোহর যুক্তে এই নোটিশ দেওয়া হইল।
আদালতের আদেশানুসারে,**পার্থ অধিকারী (সেরেস্তাদার)**, নবদ্বীপ কোর্ট, নবদ্বীপ, নদীয়া।

GENERAL NOTICE

IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
Before the Learned Chief Judge
L.A Case No. 11 of 2024
(Under Act XXXIX of 1925)

In the Matter of :
An application for grant of Letter of Administration under Section 217 and 218 of the Indian Succession Act, 1925.
AND
In the goods of :
Debi Adhikari alias **Devi Adhikari** since deceased widow of late Tapan Adhikari lately residing of 75/1,Girish Park, Jorasankho, P.O. Jorasankho, P.S. Girish Park, District - Kolkata, Pin -700006.
AND
In the matter of :
Subhendu Adhikari son of Late Dilip Adhikari, aged about 36 years , residing at 75/1,Girish Park, Jorasankho, P.O. Jorasankho, P.S. Girish Park, District - Kolkata, Pin - 700006.
..........Petitioner

WHEREAS an application has been filed by the petitioner above named before this Court on 28.03.2024 for the grant of Letter of Administration of will dated 06/07/2004 executed by Debi Adhikari alias Devi Adhikari who is stated to have died on 11/06/2016, at her above living address.
Now it is noticed for general information that any person having objection thereto, may appear in person or through authorized agent before the Learned Chief Judge, City Civil Court at Calcutta on 01/09/2025 at 10.30 A.M. and to file objection if any there against. In default the application will be heard and determined exparte in accordance with law.

By Order
Chief Administrative Officer
City Civil Court, Calcutta

NOTICE

This notice is hereby served to the public at large that my client.– T. Vijaya Laxmi, W/O – T. Raghava Rao, a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN–721304 has purchased a vacant land from 1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himself on 10/05/2023.
Schedule of the transferred land –Mouza – Dhekia, J.L. no.– 135, R.S. Plot no.– 377, L.R. Plot no.–894, L.R. Khatian no.– 658, Total area – 14.13 decimals.
Details of the Deed–Deed of Sale vide no.– I-3385/2023, dated– 10/05/2023, executed by1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himselfin favour of T. Vijaya Laxmi, W/O– T. Raghava Rao registered at ADSR, Kharagpur.
Details of the Power of Attorney– Power of Attorney vide no.–IV–70/2006, dated 04/01/2006, executed by 1) Basanti Adhikary, W/O–Late Sachidananda Adhikary 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das in favour of Sudip Adhikary, S/O– Late Sacchidananda Adhikary, registered at ADSR, Kharagpur.
Details of the transferor–1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O-Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O-Late Sachidananda Adhikary himself.
Details of the transferee-T. Vijaya Laxmi, W/O–T. Raghava Rao, a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN–721304.
That my client has applied for the mutation of the above noted plot before the B.L. & L.R.O., Kharagpur-I, if any one has any objection over this issue, then he/she can contact the undersigned within 30 days of publication of this notice otherwise any objection would be treated as null and void.

RAKESH MAHAPATRA
ADVOCATE
Judges Court, Medinipur
Enrolment no. – F/1868/1645/2017

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সবিনী মন্ডল (ঘোষ), স্বামী - সুমন্ত মন্ডল, [illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অমিত সাহা**, পিতা - মৃত নবকুমার সাহা, সাকিম – ওঙ্কার নাথ লেন, পোস্ট – সাহাগঞ্জ, থানা – চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২১০৪, মহাশয় বিগত ইং ২৮/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি. এস.আর., চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–১০৭৩/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী যশবন্ত কুমার রাই**, পিতা ত্রিবেনী সরন রাই, সাকিম – ঝাপঁপুকুর, পোস্ট – সাহাগঞ্জ, থানা – চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২১০৪ মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** – জেলা - হুগলী, থানা – চুঁচুড়া, মৌজা – খামারপাড়া, জে.এল. নং – ২২, হাল এল.আর. ২৮৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ৫০৭ নং ও হাল এল.আর ৫০৮ নং দাগে বাস্তু জমির পরিমান ০.১৯ একর ও আর.এস. ৫০৮ নং ও হাল এল.আর ৫০৯ নং দাগে বাস্তু জমির পরিমান ০.০৭৮ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে বাঁশবেড়িয়া পি.সি.নন্দন রোড নিবাসী দেবস্মি এন্টারপ্রাইজ পক্ষে পার্টনার **শ্রী বৈদ্যনাথ সাহা**, পিতা – মৃত স্বদেশ চন্দ্র সাহা মহাশয়কে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.১৯ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.১৮৫ একর সম্পত্তি ও ০.০৭৮ একর সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৯৩১৩ /২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.১৯ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০০৫ একর সম্পত্তি খামারপাড়া বকুলতলা লেন নিবাসী **শ্রীমতী সুমিতা দে**,স্বামী – বাসুদেব দে মহাশয়াকে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৯৪৩৩/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা দেবস্মি এন্টারপ্রাইজ পক্ষে পার্টনার **বৈদ্যনাথ সাহা ও সুমিতা দে**, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত
মোকাম চুঁচুড়া
২০২৪ সালের ৮২ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারিনী :- শ্রীমত্যা নিপা দাস, স্বামী - ৺চিরঞ্জীব দাস, পিতা- প্রনবেন্দ্র নাথ পাল, সাকিম - ১৪/৪০৩, অম্বিকা ভবন রথতলা বাবুগঞ্জ, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০৩।
অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারিনী তাহার একমাত্র নাবালক কন্যা, **অরিত্রিকা দাস**, পিতা- ৺চিরঞ্জীব দাস, তাহার পিতা ৺চিরঞ্জীব দাস মহাশয়ের পরলোকগমনের পর তাহার ওয়ারিশ বিধায় প্রাপ্ত ১/১২ রকম অবিভক্ত অংশ যাহা নিম্ন তপশীলে বিশদভাবে বর্নিত হইল তাহা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে অনুমতি লইবার প্রার্থনায় অত্র আদালতে অত্র মিসকেস মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় ও নিয়ম সমূহ সম্পর্কে কাহারোর কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে বা কাহারোর কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে নিজে বা আপনার নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানী হইবে। ইহাতে কাহারোর কোনরূপ ওজর আপত্য রহিল না বা রহিবে না।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়া হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অর্ন্তগত, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার এলাকাধীন, ১৫ নং ওয়ার্ডে, ২৭১/১৫৪/২৫ নং হোল্ডিং ভুক্ত, জে.এল. নং ১৮, কুলিহান্ডা মৌজাস্থিত, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ২২২৯ নং দাগে, তথা এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ১১০/২ নং খতিয়ান ভুক্ত, এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ৪৫৬২/৪৬১১ (চার হাজার পাঁচ শত বাষট্টির বাটা চার হাজার ছয় শত এগারো) নং দাগে ভিটি সম্পত্তি পরিমান ১৲ ষোল আনায় ০.০৭০ (শূন্য দশমিক শূন্য সাত শূন্য) একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০০৫৮ (শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ আট) একর সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত ১০০ বর্গফুট পরিমিত টালীর দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহাদী সম্পত্তির মধ্যে ৮.৩৪ (আট দশমিক তিন চার) বর্গফুট পরিমিত গৃহাদী মায় জল, ইলেকট্রিক, নর্দমা ও পথের স্বত্বাদী সহ মায় যাবতীয় প্রকার ইজমেন্ট স্বত্বাদী সহ সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিভিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত
মোকাম চুঁচুড়া

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অনুরাধা সিংহ রায়** স্বামী ডঃ অর্দ্ধেন্দু সিংহ রায় পিতা ৺জলধর সিংহ রায়, সাকিম ৭/১এ, ডঃ এ. এন. পাল লেন, বালী, হাওড়া-৭১১২০১, মহাশয়া বিগত ইং ৩১/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-906/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও **শ্রীমতী সতী সিংহ রায়** স্বামী ৺জলধর সিংহ রায়, পিতা ৺জানকী নাথ সিংহ রায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১১৩০৫, মহাশয়া বিগত ইং ২০/০১/২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও ০৮/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1309/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা** স্বামী শ্রী রমেন্দ্র নারায়ন সিংহ সাকিম- 34/B/1, জাস্টিস এম এন বোস লেন, কোন্নগড়, উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন ৭১২২৩৫ এবং **২) মালবিকা সিংহ রায়** স্বামী শ্রী স্বপন সিংহ রায় সাকিম দ্বারপাড়া, পাঁচপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমরা সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **১)শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায়** স্বামী মানস কুমার রায় ও **২)শ্রীমতী চৈতালী সিনহা রায়** স্বামী শ্রী অভিজিৎ সিংহ রায়, মহাশয়াদ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2577/2024 নং দলিল মূলে ভরসা বানিজ্য প্রাঃ লিঃ সাকিম ৩৭, উত্তর নওদাপাড়া রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭, এর পক্ষে ডাইরেক্টর **শ্রী সুদীপ মল্লিক** পিতা ৺বিশ্বনাথ মল্লিক সাকিম হাদিপুর, ছুপড়িঝাড়া, কলকাতা-৭৪৩৪৩৪, দেগঙ্গা, উঃ ২৪পরগণা, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, ক)মৌজা হাসনান, জে.এল. নং ১৪৯, হাল এল. আর ১৩২০, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৪ ও ১৩২৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৮০৪ তথা হাল এল. আর ১২১৩ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতক তন্মধ্যে ৩১ শতক ও খ) মৌজা মাকালপুর, জে.এল.- ১৩৯, হাল এল. আর 68 খতিয়ানে, আর.এস. ৫৩২/৮১৫ ও হাল এল. আর ২৪৭ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯ শতক তন্মধ্যে ৭.৭১ শতক, একুনে ৩৮.৭১ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে ও সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ভরসা বানিজ্য প্রাঃ লিঃ পক্ষে ডাইরেক্টর **শ্রী সুদীপ মল্লিক** পিতা ৺বিশ্বনাথ মল্লিক, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- ১)শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা, ২)মালবিকা সিংহ রায় (আমমোক্তারদ্বয়)

PUBLIC NOTIFICATION

I, Sri Bimal Sarkar, Power of Attorney Holder, in respect of Mouza- Kutudsahi, J. L. No. 42, R. S. 10, R.S. Plot No. Nos. 369, 370, Khatian Nos. 260/1, 344, 390, 506, Area about 5 (Five) Kathas), 4 (Four) Chatak and 65 Sq. feets; situated at Barasat Block, P.S. Barasat, District- North 24 Parganas; Pin No. 700124;
WHEREAS One Sri Prasun Ghosh and Smt. Puspa Rani Majumdar are the owners of the aforesaid land;
It is hereby notified to all concerned that the said Lands in question which is under my physical possession and very soon the said land in question shall be developed by Construction a multi stories buildings thereon through the developer/Contractor likely be made on or after 31 July, 2025;
It is hereby once again notified to all concerned that if any person/persons may make objection/claims in respect of the above mentioned property, he/they may make such objections/claims in writing with relevant records and may contact in the following address within 15 days from the date of publication of this notification;

Thanking you,
Yours Faithfully,
Mohiruddin Mondal
Advocate
Barasat Judges' Court
North 24 Parganas

NOTICE

This notice is hereby served to the public at large that my client.– T. Raghava Rao, S/O- Late Neelakantam, a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN–721304 has purchased a vacant land from 1) Basanti Adhikary, W/O–Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himself on 03/05/2024.
Schedule of the transferred land– Mouza – Dhekia, J.L. no.– 135, R.S. Plot no.– 377, L.R. Plot no.–894, L.R. Khatian no.– 658, Total area–5 decimals.
Details of the Deed–Deed of Sale vide no. – I-3489/2024, dated– 03/05/2024, executed by 1) Basanti Adhikary, W/O–Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himself in favour of T. Raghava Rao, S/O– Late Neelakantam registered at ADSR, Kharagpur.
Details of the Power of Attorney– Power of Attorney vide no.–IV–70/2006, dated 04/01/2006, executed by 1) Basanti Adhikary, W/O–Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das in favour of Sudip Adhikary, S/O–Late Sacchidananda Adhikary, registered at ADSR, Kharagpur.
Details of the transferor–1) Basanti Adhikary, W/O–Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O-Late Sachidananda Adhikary himself.
Details of the transferee - T. Raghava Rao, S/O– Late Neelakantam a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District–Paschim Medinipur, PIN–721304.
That my client has applied for the mutation of the above noted plot before the B.L. & L.R.O., Kharagpur-I, if any one has any objection over this issue, then he/she can contact the undersigned within 30 days of publication of this notice otherwise any objection would be treated as null and void.

RAKESH MAHAPATRA
ADVOCATE
Judges Court, Medinipur
Enrolment no. – F/1868/1645/2017

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Dist. Delegate at Haldia, Purba Medinipur.
Probate Case No. 05 of 2022

শ্রী সৌরভ সী, পিতা-শ্রী হীরালাল সী। সাং ও পোঃ-অমৃতবেড়্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। .... **দরখাস্তকারী**

বনাম

শ্রী মানিকলাল সী। পিতা-স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী সী। সাং ও পোঃ-অমৃতবেড়্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। ....**প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারীর পিতামহ স্বর্গীয় **গোষ্ট বিহারী সী** পিতা- কানাইলাল সী, সাং ও পোঃ-অমৃতবেড়্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, গত ইংরাজী ২০১৯ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে উইল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করিয়াছিলেন। যাহার Regd. Book No.III, C.D.Volume No.1107-2019, page from 10 to 19 being No. 110700002 for the year 2019. উক্ত উইলের তপশীল সম্পত্তি প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মামলা উক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন।
তপশীল সম্পত্তির বিবরণঃ- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস মহিষাদল, জে. এল. নং-৯৩, মৌজা-অমৃতবেড়্যা, এল.আর. খতিয়ান নং-২৯৯, **আর.এস. ও এল.আর.** [illegible] উক্ত উইল প্রবেটের ব্যাপারে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা উক্ত কেসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যনুসারে
শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ১৯.০৭.২০২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Dist. Delegate at Haldia, Purba Medinipur.
Probate Case No. 04 of 2022

শ্রী মানিকলাল সী, পিতা-স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী সী। সাং ও পোঃ- অমৃতবেড়্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর ......**দরখাস্তকারী**

বনাম

শ্রী হীরালাল সী। পিতা-স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী সী। সাং ও পোঃ-অমৃতবেড়্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর ....**প্রতিপক্ষ**।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারন কে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারীর পিতা স্বর্গীয় **গোষ্ট বিহারী সী** পিতা-৺কানাই সী, সাং ও পোঃ- অমৃতবেড়্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, গত ইংরাজী ২০১৯ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে উইল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করিয়াছিলেন। যাহার Regd. Book No.III, C.D. Volume No.1107-2019, page from 20 to 28 being No. 110700003 for the year 2019. উক্ত উইলের তপশীল সম্পত্তি প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মামলা উক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন।
তপশীল সম্পত্তির বিবরণঃ- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস মহিষাদল, জে.এল. নং-৯৩, মৌজা-অমৃতবেড়্যা, এল.আর. খতিয়ান নং-২৯৯, **আর.এস. ও এল.আর.-২৪৩৮ দাগে** জল ৭৬.৫ ডেঃ, ২৮১০ দাগে পুকুর পাড় ০৩ ডেঃ, **২৮১১ দাগে** জল ০৬ ডেঃ, **২৮১২ দাগে** জল ২৫ডেঃ, **২৮১৫ দাগে** জল ০৩ ডেঃ, **৩৫৮০ দাগে** হাট ১৩ ডেঃ, **৩৬২৮ দাগে** জল ১.১৭৮ ডেঃ, **৩৭০৮ দাগে** বাস্তু ২.০৩১ ডেঃ, **৩৭৮৬ দাগে** জল ১৪.৯০৪ ডেঃ, মোট-পরিমান-১৪৪,৬১৩ ডেঃ, উক্ত উইল প্রবেটের ব্যাপারে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা উক্ত কেসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যনুসারে
শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ১৯.০৭.২০২৫

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) বদিউর রহমান, ২) তাহামিনা খাতুন, ৩) হাসিনা বিবি, সকলের পিতা - মরহুম আব্দুল রহমান, সকলের সাং - পানপা, পোঃ - মাগুড়া, থানা - পাভুয়া, জেলা - হুগলী, **৪) রেহেনা বিবি, ৫) সামিমা বিবি**, উভয়ের পিতা- মরহুম আব্দুল রহমান, উভয়ের সাং - পান্ডুয়া জয়পুর, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, **৬) সেরিনা বিবি**, পিতা - মরহুম আব্দুল রহমান, সাং - তোরগ্রাম, থানা - পান্ডুয়া, জেলা হুগলী বিগত ইংরাজীর ১১/০৫/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ১০৫ নং আমমোক্তার ও স্বয়ং আমি **সেখ কামালউদ্দিন**, পিতা- মরহুম আব্দুল রহমান, সাং- পানপা, পোঃ - মাগুড়া, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি. এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ০২/০১/২০১৮ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০০০৯/২০১৮ নং দলিল মূলে **শ্রী নাড়ুগোপাল লোহার**, পিতা- কৃষ্ণ চন্দ্র লোহার, সাং - সোমরাগড়ি, পোঃ - ইলছোবা মন্ডলাই, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৬। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি । **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গুতড়া, জে. এল. নং ৩০, হাল. এল. আর. ২৬৬, ৩৫৯, ৩৮৩ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ১০৭১ নং দাগে শালি জমি ১ আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ১৬ (ষোলো) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রী নাড়ুগোপাল লোহার**, পিতা - কৃষ্ণ চন্দ্র লোহার, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে মিউটেশন কেস নং ১০১৯৮/২০২৫ আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সেখ কামালউদ্দিন** (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

NOTICE

This notice is hereby served to the public at large that my client.– Surajit Debnath, S/O.– Motilal Debnath, a permanent resident of Malancha Road, Lal Banglo, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN– 721304 has purchased a vacant land from T. Vijaya Laxmi, W/O– T. Raghava Rao, a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN– 721304. That vacant land was purchased by T. Vijaya Laxmi from 1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himself on 10/05/2023.
Schedule of the transferred land– Mouza – Dhekia, J.L. no.– 135, R.S. Plot no.– 377, L.R. Plot no.–894, L.R. Khatian no.– 658, Total area – 14.13 decimals.
Details of the Deed– Deed of Sale vide no. – I-1623/2025, dated– 25/02/2025, executed by T. Vijaya Laxmi,W/O– T. Raghava Rao in favour of Surajit Debnath, registered at ADSR, Kharagpur and Deed of Sale vide no. – I-3385/2023, dated – 10/05/2023, executed by 1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O-Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himself in favour of T. Vijaya Laxmi,W/O– T. Raghava Rao registered at ADSR, Kharagpur.
Details of the Power of Attorney – Power of Attorney vide no.–IV–70/2006, dated 04/01/2006, executed by 1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das in favour of Sudip Adhikary, S/O– Late Sacchidananda Adhikary, registered at ADSR, Kharagpur.
Details of the transferor– 1) T. Vijaya Laxmi,W/O – T. Raghava Rao, a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur and 1) Basanti Adhikary, W/O– Late Sachidananda Adhikary, 2) Bithika Das Adhikary, W/O– Ashis Das, 3) Smiritikana Adhikary Das@Smriti Adhikary, W/O– Abhishek Das through their constituted power of attorney holder Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary and 4) Sudip Adhikary, S/O- Late Sachidananda Adhikary himself
Details of the transferee- Surajit Debnath, S/O– Motilal Debnath, a permanent resident of Malancha Road, Lal Banglo, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN– 721304 and T. Vijaya Laxmi,W/O – T. Raghava Rao, a resident of Malancha Road, P.O.– Nimpura, P.S.– Kharagpur Town, District– Paschim Medinipur, PIN – 721304.
That my client has applied for the mutation of the above noted plot before the B.L. & L.R.O., Kharagpur-I, if any one has any objection over this issue, then he/she can contact the undersigned within 30 days of publication of this notice otherwise any objection would be treated as null and void.

RAKESH MAHAPATRA
ADVOCATE
Judges Court, Medinipur
Enrolment no. – F/1868/1645/2017

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩২২০৬৫৯।**
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**
সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**
মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**
শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৬ জুলাই ২০২৫, ৯ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার

সুপ্রিম কোর্ট: নতুন করে দরজা খোলার প্রয়োজনীয়তা নেই

ওএমআর শিট প্রকাশের আবেদন খারিজ করল সর্বোচ্চ আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি-র নতুন পরীক্ষার সিদ্ধান্তে অনড় সুপ্রিম কোর্ট। এবার ওএমআর শিট প্রকাশ চেয়ে করা মামলাও খারিজ হয়ে গেল সর্বোচ্চ আদালতে। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষায় আর কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে চায় না সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার ফের তা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। ওএমআর শিট প্রকাশের দাবিতে দায়ের হওয়া মামলায় আবেদন বিবেচনা করে নতুন করে কোনও নির্দেশ জারি করা হবে না বলেও এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেয় বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, সিবিআই-এর কাছে থাকা ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান সুমন বিশ্বাস নামে এক চাকরি প্রার্থী। কিন্তু, আদালত মামলা খারিজ করে দেবে জানাতেই মামলা প্রত্যাহার করে নেন আবেদনকারী। পাশাপাশি শুক্রবার আদালতে সওয়াল-জবাব পর্বে আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, 'চিহ্নিত নয়,অযোগ্যদের ওএমআর শিট প্রকাশের জন্য সিবিআই-কে নির্দেশ দিক আদালত।' উত্তরে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'এসএসসি নিয়ে আদালত ইতিমধ্যে নির্দেশ জারি করেছে। পুনর্বিবেচনার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত রায় দিয়েছে। এই বিষয়ে আর কোনও আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে আদালত মনে করছে না। তাই এই আবেদন খারিজের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আদালত।' আবেদনকারীর আইনজীবী আবেদন শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠানোরও আর্জি জানান। কিন্তু বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'আদালত এই বিষয়ে নতুনভাবে নির্দেশ জারি করে জটিলতা তৈরির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে না।' বাধ্য হয়ে মামলাকারীর আইনজীবী জানান, 'খারিজ নয়, আমারা আবেদন প্রত্যাহার করছি।' অর্থাৎ, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, নতুন করে দরজা খোলার প্রয়োজনীয়তা নেই।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসএসসি। বুধবারই সেই পরীক্ষার দিন ঘোষণা করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। একদিন নবম-দশম ও আর একদিন একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হবে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসি-র নিয়োগের পরীক্ষা হবে। ৭ তারিখে নবম-দশম ও ১৪ তারিখে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা হবে। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ওই দু'দিনই দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ধরে পরীক্ষা চলবে। দৃষ্টিশক্তিহীন প্রার্থীদের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় দেওয়া হবে। পরীক্ষার বাকি নিয়ম পরে জানানো হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রাজ্যে ২০১৬ সালের এসএসসি-র প্যানেলের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। এরপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত ৩০ মে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসএসসি। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, গত ১৬ জুন বিকেল ৫টা থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়। ১৪ জুলাই আবেদন জানানোর শেষ দিন ছিল। সেটাই এবার বেড়ে হয় ২১ জুলাই। এবার পরীক্ষার দিন ঘোষণা হল। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা।

'জামিনের জন্য বিচারপতিদের কৃপার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, এটাই দুর্ভাগ্য'

অভিজিৎ সরকার খুন: আইনজীবীর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিচারপতি, ছাড়লেন মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় অভিযুক্ত দুই পুলিশ অফিসার রত্না সরকার ও দীপঙ্কর দেবনাথের জামিন মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়ালেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জেরে মামলা থেকেই সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি। শুক্রবার আদালতে বিচারপতি ও আদালত সম্পর্কে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ যে মন্তব্য করেছেন, তাতেই ক্ষুব্ধ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এর ফলে জামিন ভাগ্য অধরা রয়ে গেল ইন্সপেক্টর ও হোমগার্ডের। এরপর নিয়ম অনুযায়ী মামলার ফাইল যাবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে। শুনানির জন্য বেঞ্চ তৈরি করে দেবেন তিনি।

ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় এক পুলিশকর্মী এবং এক হোমগার্ডের গ্রেপ্তারির ঘটনায় সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবারের মধ্যে সিবিআইকে ওই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। শুক্রবার এই মামলায় রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, এই দুই পুলিশ আধিকারিককে সিবিআই প্রথমে সাক্ষী হিসেবে দেখিয়েছিল, পরে হঠাৎ চূড়ান্ত চার্জশিটে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ ছাড়াই তাঁদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে, যা আইনসঙ্গত নয়।

বিচারপতি শুভ্রা ঘোষও সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'চার বছর ধরে সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও কোনও গ্রেপ্তার হয়নি। হঠাৎ করে সমন জারি করে গ্রেপ্তার করা হল কেন?' সিবিআইয়ের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় পাল্টা সওয়ালে বলেন, 'অভিযুক্তরা সমনের জবাব দিয়েছিলেন এবং জামিনের আবেদন করেছিলেন, যা নিম্ন আদালত খারিজ করে।' সঙ্গে এও বলেন, 'এই মামলায় রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। পুলিশের একাংশ ও রাজনীতির মধ্যে যোগসূত্র ছিল।' তিনি আরও দাবি করেন, এটি কলকাতায় ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনা, যার তদন্ত আদালতের নির্দেশে পরে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আদালতের কাছে অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি জানান। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানান, 'এই মামলা আজই শেষ করে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর মধ্যে অনেক আইনি দিক আছে। ফলে এই শুনানিতে সময় লাগবে। আমি আগামী ২ সপ্তাহ এখানে নেই। মামলার শুনানির জন্য আরও সময় প্রয়োজন বলে আদেশ দেওয়া সম্ভব নয়।' তখনই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করেন, অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিতে। তবে কল্যাণের আর্জি প্রত্যাখ্যান করে আদালত। এরপরই কল্যাণ বলেন, 'জামিনের জন্য আমাদের বিচারপতিদের কৃপার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এটাই দুর্ভাগ্য।' এই কথা শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সেই আর্জি তীব্র ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'অনেকক্ষণ ধরে আদালত সম্পর্কে নানা মন্তব্য করছেন। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার লেকচার আদালত শুনবে না। আমি এই মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য কোনও বেঞ্চে যান।' এরপর তিনি মামলাটি ফেরত পাঠান সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি আগামী দুই সপ্তাহ ছুটিতে থাকায় এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন এখনও স্থির হয়নি। ফলে জামিনের আর্জি নিয়েই আপাতত অনিশ্চয়তায় রইলেন রত্না সরকার ও দীপঙ্কর দেবনাথ।

দায়িত্বে প্রাক্তন সেনা

■ কসবা ল' কলেজে ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের পথে হাঁটল কলেজ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার পরিচালন কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার নিযুক্ত করা হবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের। পাশাপাশি, ওই ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনোজিত মিশ্র যাঁদের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে কাজ করতেন বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত অধিকারী তাঁদেরও আর রাখা হবে না। কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি অশোক দেব জানান, নতুনভাবে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ পরিষদ (ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি) গঠন করা হবে। এছাড়া, নজরদারি জোরদার করতে কলেজ চত্বরে আরও বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। এই কাজটি স্বাধীনতা দিবসের আগেই শেষ হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কলেজের দেওয়ালে এখনও যেসব বিতর্কিত স্লোগান লেখা রয়েছে, তা মুছে ফেলা হবে এবং পুরো দেওয়াল রং করা হবে আগামী দু'দিনের মধ্যেই। উল্লেখ্য, ২৫ জুন রাতে দক্ষিণ কলকাতার এই কলেজে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত মনোজিত মিশ্র কলেজের প্রাক্তনী এবং অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। ঘটনার পরে কলেজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ৭ জুলাই ফের পঠনপাঠন শুরু হয় এবং ১৬ জুলাই থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয়, যেখানে নির্যাতিতাও অংশ নেন।

বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার পুরসভার

■ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা আন্দোলনের ডাকের পরই বড় সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেল কলকাতা পুরসভাকে। কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পুরসভার অধিবেশন বা কোনও কার্যবিবরণী সভায় ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে প্রশ্ন করা যাবে না। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, কোনও কাউন্সিলর হিন্দি কিংবা ইংরেজিতে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। আর এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় স্বয়ং। এমন নির্দেশের কারণ হিসেবে জানানো হয়ছে, বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব দেওয়াই মূল লক্ষ্য কলকাতা পুরসভার। শুধু তাই নয়, যেভাবে বাংলাভাষীদের ভিনরাজ্যে হেনস্তা করা হচ্ছে এবং বাংলার বিরুদ্ধে আবহ তৈরি হয়েছে, তার প্রতিবাদস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত বলে জানান চেয়ারপার্সন মালা রায়। এদিকে বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে ২৭ জুলাই থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বার্তা তিনি দিয়েছেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। এর পাশাপাশি তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

রাস্তায় সাঁতার

■ রাতভর ভারী বর্ষণের জেরে ফের জলবন্দি সল্টলেকের একাধিক অঞ্চল। শুক্রবার সকালে ইসি ও এফডি ব্লকের বিস্তীর্ণ রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল। বৃষ্টির জল দ্রুত না নামায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। অভিনব প্রতিবাদে নামেন বিজেপির যুব মোর্চার সদস্যরা। জল জমে থাকা রাস্তায় তারা সাঁতার কেটে, ব্যানার হাতে নিয়ে সরাসরি বিধাননগর পুর নিগমের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। তাদের অভিযোগ, 'জল নিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বর্ষায় একই দুর্ভোগ। নিগমের নিষ্ক্রিয়তা চরমে উঠেছে।' বিজেপি নেতৃত্বের মতে, এই কর্মসূচি কেবল প্রতিবাদ নয়, প্রশাসনের ব্যর্থতাকে প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা। 'শুধু আশ্বাসে সমস্যার সমাধান হয় না, বাস্তবে কাজের দরকার,' বলেন এক স্থানীয় নেতা। এদিকে জল জমে দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার বহু মানুষ। অফিসযাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন, দোকানপাট খুলতেই দেরি হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত বিধাননগর পুর নিগমের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

২৮ জুলাই নবান্ন অভিযানের ডাক চাকরিহারা মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগে দুর্নীতি, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার অভাব ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে পথে নামা পশ্চিমবঙ্গের একাংশ চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারারা এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চাইলেন চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ। আর সেই কারণেই আগামী ২৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ 'নবান্ন চলো' অভিযান করতে চলেছে। পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, ২৮ তারিখ নবান্ন চলো আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। এবারে যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসে সুষ্ঠু সমাধান হয়, আমরা নবান্নের সামনে অবস্থান করব, রাস্তা থেকে কোনোভাবেই উঠব না, প্রশাসন যেখানেই বাধা সৃষ্টি করবে সেখানেই আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলবে। এখনো অবধি ২৩ টি সংগঠন নবান্ন চলোতে অংশগ্রহণ করবে। ২৮ জুলাই বেলা ১২ টার সময় হাওড়া স্টেশন থেকে নবান্নের অভিমুখে সকলে রওনা দেবে। চাকরিহারাদের স্পষ্ট বক্তব্য, 'বছরের পর বছর আমরা ন্যায়সঙ্গত চাকরির দাবিতে আন্দোলন করে চলেছি। কিন্তু প্রতিবারই নিয়োগ দুর্নীতি, প্রশাসনিক গাফিলতি এবং স্বচ্ছতার অভাবে আমরা প্রতারিত হয়েছি। এবার চাই, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে বসুন, আমাদের কথা শুনুন এবং সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন।'

একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা তুলে ধরা এবং আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধানের পথ খোঁজা হবে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। তাঁদের কথায়, 'গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানের কাছে বঞ্চিতের কণ্ঠস্বর শোনাতে চাই। তাই আমাদের আর্জি ২৮ জুলাই যাতে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে উপস্থিত থাকেন এবং আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।'

এই প্রসঙ্গে তাঁরা এও জানান, বহু চাকরিপ্রার্থীর বয়স পেরিয়ে গেছে, অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, আর যাঁরা এখনও সরকারি পরিষেবায় আছেন, তাঁরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকার যদি তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে, তবে লাখো পরিবার নতুন করে আশার আলো দেখতে পাবে বলেই মত আন্দোলনকারীদের। ২৮ জুলাই চাকরিহারাদের কর্মসূচি ঘিরে কী পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন, আর মুখ্যমন্ত্রী আদৌ আন্দোলনকারীদের মুখোমুখি হন কিনা, সেদিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

মমতা ব্যানার্জির শাসনে বাংলায় গণতন্ত্রের হাল বেহাল: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জিএসটি চুরি, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ-সহ একাধিক ইস্যুতে গত ৩০ জুন শ্যামনগর এক্সাইড কারখানা গেটে সভার ডাক দিয়েছিল বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়ন 'ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ'। জগদ্দল থানার তরফে সভার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সভার আগেরদিন রাতে এক্সাইড কর্তৃপক্ষের তরফে 'অনুমোদিত সভা' আখ্যা দিয়ে জগদ্দল থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল। ওইদিন রাতেই পুলিশের তরফে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সভা করতে নিষেধ করা হয় বলে অভিযোগ। সভার অনুমতি পেতে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শুক্রবার সন্ধে ৬টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত গেট সভা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এবং ভাটপাড়া পুরসভা আইন-শৃঙ্খলা এবং নানা অজুহাত দেখিয়ে সভার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে। বারংবার গেট সভার করতে বাধা পেয়ে বেজায় চটেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি লেখেন, মমতা ব্যানার্জির শাসনে বাংলায় গণতন্ত্রের হাল বেহাল। গত মাসে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ কর্তৃক শ্যামনগর ইউনিটের এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সামনে একটি গেট মিটিং হওয়ার কথা ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন শাখা আইএনটিটিইউসি-র সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ এবং নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে সৃষ্ট উদ্বেগজনক দূষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা ছিল সভার মূল উদ্দেশ্যে। কিন্তু ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ জগদ্দল থানা আইন-শৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে সভার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে। এরপর সভার অনুমতি পেতে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ গেট মিটিং করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তথাপি পুলিশ এবং ভাটপাড়া পুরসভা আইন-শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য অজুহাত দেখিয়ে আবারও অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে। পোস্টে তাঁর সংযোজন, কারখানা কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী বর্জ্য শোধন করছে না। যার ফলে শ্রমিক এবং আশেপাশের এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। যদি মমতা ব্যানার্জি এবং তার নেতারা তাদের কাজ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের ওপর এতটাই আত্মবিশ্বাসী হন। তাহলে কেন তারা ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ আয়োজিত গেট মিটিংয়ে বাধা দেওয়ার জন্য তৎপর হচ্ছেন? শ্যামনগর এক্সাইড কারখানা গেটে সভা আটকানো নিয়ে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, ওই কারখানায় লুটের সাম্রাজ্য চলছে। বহাল তবিয়তে তৃণমূলের নেতারা ওখানে ঠিকাদারি করছেন। আসলে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে ওরা ভয় পাচ্ছে। তাঁর দাবি, গেট সভা হলে তো তৃণমূল নেতাদের লুটপাটের কারবার জনসমক্ষে তুলে ধরবেন জননেতা অর্জুন সিং। সেই ভয়ে বারংবার গেট সভা আটকে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেয়েই তাঁরা কারখানা গেটে সভা করবেন।

হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন নিয়ে উপ-পুরপ্রধান ভুল তথ্য দিচ্ছেন: পবন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক মহল্লার গরিব মানুষজনের জন্য 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে' ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একটা ইউএসজি মেশিন এবং একটা ডিজিটাল এক্সরে মেশিন প্রদান করা হয়। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ইউএসজি মেশিনের পরিষেবা পাচ্ছেন শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকার মানুষজন। অথচ তাঁরা এখনও ডিজিটাল এক্সরে মেশিন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। সতেরো মাস ধরে হাসপাতালে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন। তবে বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিংয়ের তহবিল থেকে ইউএসজি এবং ডিজিটাল এক্সরে মেশিন প্রদান করা হয়েছে বলেই এত গড়িমসি, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। যদিও ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হয়েই সাফাই গাইছেন। তিনি বলেছেন, এক্সরে মেশিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধায়ক তহবিল থেকে সেটি স্থাপন করার জন্য একটা ফান্ড দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং ডিজিটাল এক্সরে মেশিন এখনও চালু না হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়ী নয়। উপ-পুরপ্রধানের ভুল তথ্য পরিবেশন নিয়ে মুখ খুলেছেন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং। পবনের দাবি, বিধায়ক তহবিল থেকে এক্সরে মেশিন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটি স্থাপনের জন্য বিধায়ক তহবিলের অর্থ প্রদান করা যায় না। পবনের কথায়, ডিজিটাল এক্সরে স্থাপনের জন্য হাসপাতাল সুপার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে চিঠি করবে। তারপর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রুমের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি করবে। এটাই তো নিয়ম। তাঁর অভিযোগ, দেড় বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও স্বাস্থ্য দপ্তর ফান্ড ইস্যু করেনি। যদিও সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পূর্ত দপ্তরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ফান্ড দেওয়া হয়েছে। সিভিল কাজ শেষ হলে হয়তো পূর্ত দপ্তরের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ফান্ড পাঠাবে স্বাস্থ্য দপ্তর। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় উচ্চমানের ডিজিটাল এক্সরে মেশিন পড়ে থাকলে সেটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনই আশঙ্কা করছেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন। বিধায়কের অভিযোগ, গরিব মানুষের পরিষেবার জন্য সরকারি হাসপাতালে দেওয়া এক্সরে মেশিন নিয়েও রাজনীতি চলছে। তাঁর দাবি, বিজেপি বিধায়ক তহবিলের অর্থে হাসপাতালে দুটি সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে বলেই এত গড়িমসি চলছে।

রোজভ্যালি মামলার তদন্তের অগ্রগতি দেখে হতাশ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোজভ্যালির মামলায় কতটা এগিয়েছে তদন্ত তা সিবিআইকে জানাতে হবে আদালতে, এমনটাই নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এরপর শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি ঋতব্রত মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কার্যত হতাশ সিবিআইয়ের দেওয়া যাবতীয় নথি দেখে।

এরপরই ডিভিশন বেঞ্চে নির্দেশ দেন, চলতি সপ্তাহের মধ্যে রোজভ্যালির যাবতীয় নথি ইডি-সিবিআইকে দেবে। আগামী শুক্রবার নথি নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তারপর ১৫ দিনের মধ্যে ওই আর্থিক তছরুপের অভিযোগের তদন্ত করে সিবিআইকে প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে হবে হাইকোর্টকে।

এদিন শুনানিতে বিচারপতি ভরদ্বাজ বলেন, রোজভ্যালির ৩১ লাখ আবেদন জমা পড়েছে। অন্তত এক কোটি লোকের থেকে টাকা তুলেছে। আপাতত এর মধ্যে ৭৪ হাজার লোককে টাকা মেটানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ৫৩১ কোটি টাকা হাতে আছে। তারপরেও টাকা মেটানো হয়নি। আর এখানেই বিচারপতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন, তাহলে এই টাকা ফেরানো কবে হবে? সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, আর কতদিন লাগবে এই টাকা ফেরাতে? এ ব্যাপারে বিচারপতির পরামর্শ, অন্তত ৩০ শতাংশ লোকের টাকা মেটানোর ব্যবস্থা করুন। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'এর বাইরে যাবতীয় সম্পত্তি হাতে আছে। সেগুলি বিক্রি করেননি। উল্টে দুটো লোককে যুক্ত করে হোটেল ব্যবসা চালাচ্ছে। ইডি এই সুযোগ করে দিয়েছে। নথি খুঁটিয়ে দেখেছি, এই দু'জন কোনওদিন রোজভ্যালির কোনো শাখা সংস্থার ডিরেক্টর ছিল না। অথচ সেই লোকগুলো কি করে এই ব্যবসায় যুক্ত হল? এটা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে ইডি। এদের কোর্ট নিয়োগ করেনি। কমিটি করেছে।' উত্তরে এডিসি কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়, 'ইডি ওই দুজনকে যুক্ত করতে বলেছে। তাহলে কোর্টের প্রশ্ন, ইডিকে কে এক্তিয়ার দিল এমন দু'জনকে যুক্ত করতে? কোন আইন, কোন কোর্টের অর্ডারে এটা করা হল?' উত্তরে ইডি বলে, 'আমরা শুধু টাকা মেটানোর বিষয়টা নিশ্চিত করতে চেয়েছি। আর কিছু না।'

এরপরই বিচারপতির পাল্টা প্রশ্ন, এই দু'জনকে কিভাবে নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়, 'আমরা বারণ করিনি। আমরা ফান্ড নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। আর্থিক সমস্যার জন্য অনেক কাজ করা যায়নি।'

তবে এই উত্তরে খুশি নন বিচারপতি। এরপরই প্রশ্ন তোলেন, 'খুব ভালো কথা, কিন্তু কোন এক্তিয়ারে করল ইডি? কোন আইন? আমাকে যদি বেতন না দেওয়া হয়, আমি কি কোর্টের মালপত্র বেচে দেব? এডিসিকে কোর্ট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা ফেরাতে বলেছিল।' বিচারপতি আরও বলেন, 'হাইকোর্ট যে লক্ষ্যে কমিটি গড়েছিল, বাস্তবে কি সেটা হয়েছে? উল্টে ইডি রোজভ্যালি কোম্পানিকে ম্যানেজ করে সব চালাতে গিয়ে নির্দেশ অমান্য করেছে। রোজভ্যালির এডিসি কমিটি চকোলেট গ্রুপ নামে সংস্থাকে কি করে হোটেল চালাতে দিল, কি করে নির্দিষ্ট দুই ব্যক্তিকে যুক্ত করা হল সিবিআই তার তদন্ত করুক। আমানতকারীরাও ওই কমিটির অঙ্গ ছিল। তাহলে তারা কেন অনিয়মে বাধা দেয়নি?' উত্তরে ইডির আইনজীবী জানান, তাদের সাব কমিটিতে রাখা হয়েছিল শুধু বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি দেখার জন্য। কমিটির ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হত না। এদিকে ইডি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, রোজভ্যালি ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছে। আইনজীবীরা ডিপোজিটারদের ফান্ড থেকে ৩০ জুন প্রথম এডিসি কমিটি ও সেখান থেকে পড়ে দু'কোটি কিভাবে চেয়ারম্যানের অ্যাকাউন্টে জমা পরেছে সেই তথ্যও তুলে ধরেন। বিচারপতি উত্তরে বলেন, এটার জন্য তদন্ত করা দরকার।

হেরিটেজ ভবন রক্ষায় নয়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের ঐতিহ্য রক্ষায় এবার আরও এক বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার। হেরিটেজ ভবনের সংখ্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যটনের উন্নয়ন নিয়ে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে সম্প্রতি কলকাতা পুরসভায় প্রস্তাব দেন, পুরসভার অধীনে থাকা হেরিটেজ-১ ক্যাটেগরির ভবনগুলির তথ্য নিয়ে একটি পর্যটন-গাইডবুক প্রকাশ হোক, যা কলকাতার প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ আরও বাড়াবে।

প্রস্তাবের উত্তরে মেয়র পারিষদ (পরিবেশ ও ঐতিহ্য) স্বপন সমাদ্দার জানান, 'শহরে বর্তমানে মোট ১৩৯২টি হেরিটেজ বিল্ডিং রয়েছে। এর মধ্যে ৭১৭টি হেরিটেজ-১ শ্রেণিভুক্ত। এই সমস্ত ভবনের সামনে 'ব্লু ফ্ল্যাগ' লাগানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।'

তবে এখানেই কাজ থেমে থাকছে তা মোটেই নয়। আরও আধুনিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিটি হেরিটেজ ভবনের সামনে কিউআর কোড বসানো হচ্ছে। আর এই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই সেই ভবনের ইতিহাস, স্থাপত্যশৈলী ও প্রাসঙ্গিক সব তথ্য সামনে চলে আসবে এক মুহূর্তে। যা অত্যন্ত কার্যকরী হবে ছাত্রছাত্রী থেকে পর্যটক, বা এই বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন এমন সকলের কাছেই।

এদিকে স্থাপত্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, উপযুক্ত নজরদারির অভাবে বহু ঐতিহ্যবাহী ভবন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সঙ্গে রয়েছে প্রোমোটারদের দখলদারির চেষ্টা। সেক্ষেত্রে এই ডিজিটাল নজরদারি এবং প্রচার শহরের হেরিটেজ বাঁচাতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বিশ্বরূপের এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে পুরসভা ইতিমধ্যেই একটি হেরিটেজ গাইডবুক প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছে। বইটি পর্যটকদের পাশাপাশি গবেষকদের কাছেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছেন ঐতিহাসিক মহল।

সম্পাদকীয়

রাত জেগে মোবাইল স্ক্রিনে বুঁদ ছাত্র-যুব সমাজ, নিঃশব্দে ছড়াচ্ছে মহামারী, হুঁশ নেই কারও

রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে। ঘুম নেই চোখে। মোবাইলের স্ক্রিনে আটকে চোখ। রাত যত বাড়ছে, তত মোবাইলকেই আঁকড়ে ধরছে মানুষ। এ রোগে কমবেশি সব বয়সের মানুষ আক্রান্ত হলেও সিংহভাগই ছাত্র ও যুব সমাজ। রাত বারোটা, একটা, দুটো — তাঁরা মগ্ন মোবাইলে। ঘুমের বালাই নেই। গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি, তারপর ঘুম। বেলা করে ওঠা। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন ক্লান্তি ভাব, আলস্য, মস্তিস্কের নানা সমস্যার শুরুটা এখান থেকেই। ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত এই প্রজন্ম। নিঃশব্দে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে এই মহামারী। একে রোখার না আছে কোনও ওষুধ, না আছে কোনও উদ্যোগ। ঘুমের আগে ফোনের নেশায় কারা বেশি মগ্ন, গ্রেট ইন্ডিয়ান স্লিপ ক্রাইসিস--শীর্ষক এক সমীক্ষা থেকে সম্প্রতি উঠে এসেছে এক গভীর উদ্বেগজনক তথ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ওপর করা এই সমীক্ষা থেকে উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মত তথ্য। অংশগ্রহণকারীদের ৫৮ শতাংশই বলছেন, তাঁরা রাত ১১টার পর ঘুমোতে যান। দৌড়ে দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে কলকাতা। কলকাতার প্রায় ৭৩ শতাংশ বাসিন্দারই দাবি, তাঁরা ঘুমোতে যান রাত ১১টা পর। তুলনায় হায়দরাবাদ ও চেন্নাইতে কিছুটা কম সংখ্যক;৫৮ শতাংশ মানুষ রয়েছেন এই তালিকায়। মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই রাত্রি ১১টার পর ঘুমোতে যান। আর প্রায় অর্ধেকই সকালে উঠে ক্লান্তিতে ভোগেন। পুরুষের ক্ষেত্রে সেই হার প্রায় ৪২ শতাংশ। বেশি রাত করে ঘুমানোর ফল, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা। অন্তত ১৮ শতাংশ মানুষ ঘুম থেকে উঠছেন সকাল ৯টার পর। ৪৪ শতাংশ বিছানা ছাড়ার পর মনে করছেন, খুব একটা ফ্রেশ লাগছে না। এই পরিসংখ্যান সবচেয়ে বেশি কলকাতা ও চেন্নাইতে, ৫৬ শতাংশ। বেঙ্গালুরুতে তা ৫৪ শতাংশ। সমীক্ষা বলছে, পুরুষদের মধ্যে অন্তত ৯ শতাংশ এবং মহিলাদের অন্তত ১৩ শতাংশের রাতে তিনবারের বেশি ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা;এই ৮ ঘণ্টাই হল ঘুমের আদর্শ সময়। কিন্তু সিংহভাগ মানুষই এই নিয়ম মানছেন না। রাতে শুতে যাওয়ার আগে ফোন ঘাঁটার ফলে উত্তেজিত হচ্ছে মস্তিস্ক। ফল ভুগছে মানুষ। অবিলম্বে এই প্রবণতা রুখতে না পারলে বিপদ কিন্তু দোরগোড়ায়।

শব্দবাণ-৩৪০

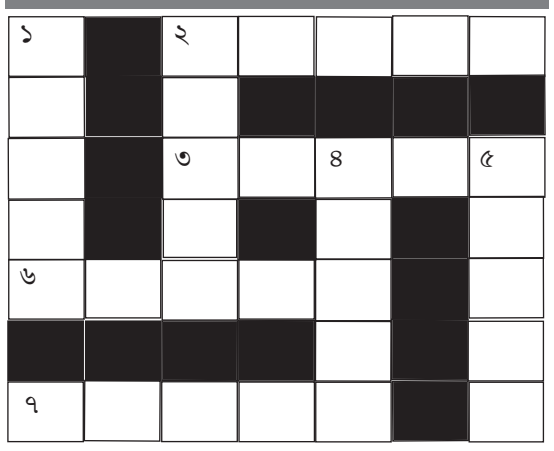

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. তন্মনস্কভাবে কোনো সুখকর বিষয়ের কল্পনা করা ৩. কাণ্ডজ্ঞানহীন ৬. অতি মহান ৭. কুঁড়েঘর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হাসপাতাল ২. গৃহী বৈরাগী ৪. তারতম্য ৫. ঢেউ উছলে ওঠা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৯

পাশাপাশি: ১. দক্ষিণা ২. থামাল ৫. প্রমথ ৮. কিশল ৯. ঝাঁপান।

উপর-নীচ: ১. দণ্ডাজ্ঞা ৩. লড়াই ৪. সমস্ত ৬. ছেঁচকি ৭. ঝোঁটন।

জন্মদিন

আজকের দিন

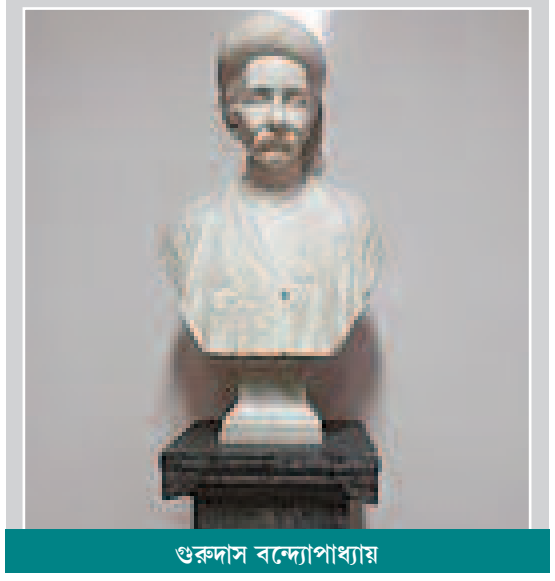

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৪ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯২৮ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় চন্দন সিং রাওয়াতের জন্মদিন।
১৯৪০ বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা অ্যান্টনি থমাসের জন্মদিন।

বাংলাদেশের মানুষকে কি পথ দেখাবে গোপালগঞ্জ

শান্তনু রায়

বাংলাদেশে কি আবার এক পট পরিবর্তন আসন্ন? অনেকের অনুমান তেমনটিই-সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে । চুয়ান্ন বছর আগে এক ১৬ তারিখ সূচীত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে যে ভুখণ্ডের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পাকিস্থানী দখলদার বাহিনীর কবল থেকে, বছর খানেক আগে 'গণঅভ্যুত্থানে'র জোয়ারে হারিয়ে ফেলা সে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লড়াই যেন শুরু হলো এমাসের ১৬ তারিখে সে ভুখণ্ড বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে ।

ইতিমধ্যেই সেখানে সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা গেছে সাতজন ।বেসরকারী মতে সংখ্যাটা আরও বেশী । শোনা যাচ্ছে আরো ১৪ জনের অবস্থাও গুরুতর।মৃতদেহ গুলির কোন পোস্টমর্টেম করা হয়নি। গোপালগঞ্জের মানুষকে দমন করতে ট্যাঙ্ক কামান ও সাঁজোয়া বাহিনীকে ব্যবহার করেছে ইউনুস প্রশাসন-প্রতিবাদ করায় স্বদেশবাসীদের একাংশের বিরুদ্ধে একবারে যুদ্ধ ঘোষণা । আবার কি তবে বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলো।

১৯৭১ এর ৭ই মার্চ ঢাকার রমনা ময়দানে বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত ভাষণে আহ্বান করেছিলেন এই বলে- এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ।প্রতিটি ঘরকে দুর্গে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন -যার যাকিছু আছে বাড়িতে তাই নিয়েই প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। এবারে গোপালগঞ্জের ঘটনার পর তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে শেখ হাসিনাও দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন- 'হাতে যা আছে ,তা নিয়ে পথে নামুরন' । বাংলাদেশের সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসছে যে অবস্থা সামাল দিতে হয়ত শেখ হাসিনা খুব শীঘ্রই দেশে ফিরবেন -সেক্ষেত্রে হয়ত ভারতেরও একটা ভুমিকা থাকবে। কারণ ভারতও চায় সেদেশে সুস্থিতি ও গণতন্ত্র ফিরুক ।

জুলাইয়ের অন্তিমে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে হঠকারিভাবে জাতির একটি অংশ স্বভুমির রক্তক্ষয়ীস্বাধীনতা যুদ্ধকেই অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত স্মারক ও স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করে দিয়ে ,কৃতঘ্নতায় নিজের দেশেরই গৌরবময় ইতিহাসের এক অধ্যায়কেই ভুলতে ও ভোলানোর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর-সেজন্যশুধু সংখ্যালঘু নির্যাতন নয়,এক বছর আগে জুলাইয়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 'ছাত্রনেতারা' চক্রান্ত করে যেনতেনভাবে ক্ষমতায় আসীন হয়ে এখন ছাত্রদেরই নির্মমভাবে দমন করতে চেষ্টা করছেন এবং গোপালগঞ্জবাসীকে শাসানি দিয়েছেন চরম পরিণতির । ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে এরা দেশকে পশ্চাৎগামী ও বিপন্ন করতেও তারা রাজী।

তারাই এবার তাদের অপকর্মের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নবগঠিত এন সি পি দলের সদস্যরা জেলায় জেলায় দলবেঁধে ঘুরছেন প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে যেখানে আওয়ামী লীগের এখনও শক্ত ঘাঁটি আছে তা নির্মূল করার লক্ষ্যে। নাহিদ ইসলামরা ঔদ্ধত্যে এখন মুজিববাদ নিপাত যাক শ্লোগান দিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে।বলাবাহুল্য গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাটি আছে কারণ এ স্থান শেখমুজিবের জন্মস্থান-এখানেই তাঁর সমাধি। অভিযোগ সেদিন এন সি পি'র সদস্যরা সেই সমাধি ভাঙ্গতে সচেষ্ট ছিলেন। এতেই বিক্ষুব্ধ ও মারমুখী হয়ে ওঠে। ৫ই আগস্ট হাসিনা দেশত্যাগ করার পরও কুমিল্লা,চট্টগ্রাম গোপালগঞ্জের মতো কয়েকটি জায়গায় ছাত্রলীগ ঝটিকা মিছিল করে 'জয় বাংলা 'বলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শ্লোগান দেয় । এবং পরেরদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে ছাত্রলীগ।

প্রসঙ্গত গোপালগঞ্জের পর প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রামের কক্সবাজারেও। সেখানেও এন সি পি নেতারা কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন বি এন পি স্থানীয় সমর্থকদের ও জনসাধারনের । দিকে দিকে অন্তর্বর্তী সরকার ও জামাতের ক্যামোফ্লেজ ইউনুসের মদতে তৈরি এন সি পির বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটছে । সেদেশে চলছে একদিকে নৈরাজ্য অন্যদিকে প্রতিবাদকারীদের প্রতি প্রশাসনিক প্রতিহিংসা ও নিষ্ঠুরতা । প্রকাশ্য দিবালোকে একজন মানুষকে পাথর দিয়ে মেরে মেরে থেঁতলে মারলেও কেউ এগিয়ে আসছে না। আবার যে করেই হোক ক্ষমতায় আসতে আগ্রহী বি এন পির চাঁদাবাজি ও অত্যাচারেও মানুষ তিতিবিরক্ত।

এদিকে কয়েকদিন আগে উত্তরা এলাকায় মাইলস্টোন শিক্ষা সদনেরউপর বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ চিনা যুদ্ধবিমান ভেঙ্গে পড়ায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩২ জন ছাত্র।আহত শতাধিক । এরকম মর্মান্তিক ঘটনার পরেও সঠিক ঘটনা ও নিহত ও আহতদের সংখ্যা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের লুকোছাপা ও ছাত্রদের প্রতি অসংবেদনশীল আচরণে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল ঢাকার ওই এলাকা ।ওই ঘটনায় কতজন ছাত্র মারা গেছে সরকার গোপন করায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ।প্রশ্ন উঠেছে ঢাকার এই জনবহুল এলাকায় উড়ান প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা নিয়েও। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদেরউপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী লাঠিচার্জ করে হ্যাণ্ড গ্রেনেডও ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। উত্তেজিত ছাত্ররা শিক্ষাভবনের গেট ভেঙ্গে গেট টপকে প্রবেশ করে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে গেলে আসিফ নজরুল ও আরও এক উপদেষ্টা এবং প্রেস সচিব কে আটকে রাখে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। তাদের উদ্ধার করতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী এলে শিক্ষারথীরা বাধা দেয় ও ইট পাটকেল ছোড়ে। নিহত ও আহত ছাত্রদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ সহ ছ' দফা দাবি নিয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে শ্লোগান চলছে এই মুহূর্তে দরকার শেখ হাসিনা সরকার । আসলে মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজের এই মর্মান্তিক ঘটনার পর সরকারের নির্মম আচরণে বাংলা দেশের ছাত্র সমাজের কাছে খুব দ্রুত মহম্মদ ইউনুসের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

এর আগেই দেখা গেছে যে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া ডঃইউনুসের 'শাসন' এচরম নৈরাজ্যের সেই বাংলাদেশে তীব্র ভারতবিদ্বেষের আবহে চলেছে প্রকাশ্যে যুথবদ্ধ আক্রমণে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হিন্দু নারী নিগ্রহ।কিঞ্চিৎ উদার ও প্রগতিশীল মুসলমান বিশিষ্টরাও যে খুব স্বস্তিতে বা নিরাপদে আছেন এমনটি নয়।তবে তাদের উপর সরাসরি আক্রমন বা সহিংসতা হয়ত হয় না যেহেতু ব্যক্তি মানুষের ধর্মই আজ সেখানে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। তাই 'দেশদ্রোহে'র অপরাধে ধৃত চিন্ময়স্বামী কেন বিনাবিচারে আটক থাকবেন বা তাঁর আইনজীবীকে জামিনের আবেদনটুকুও করতে না দেওয়া হয়নি সে নিয়ে তেমন কোন প্রতিবাদ ওঠেনি এমনকি বৌদ্ধিক মহলেও। হাইকোর্টে অবশেষে তাঁর জামিন হলেও তাঁকে আটকাতে প্রতিহিংসাপরায়ন সরকার সুপ্রীম কোর্টে গেছে।

অনেকেই লক্ষ্য করছেন ,হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে পনের বছর ধরে 'স্বৈরাচার' চালানোর অভিযোগে সোচ্চার দলগুলির মদতে গড়া প্রতিহিংসা পরায়ন বর্তমান ইউনুস সরকারও তাঁর মদতে তৈরি হওয়া এন সি পি চরম অসহিষ্ণুতা ও হিংস্রতায় আরও নির্মমভাবে পথের কাঁটা বিরোধী পরিসর ও প্রতিবাদী স্বরকে স্তব্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন নিজেদের অপকর্ম অপ্রতিহত কিন্তু গোপন রাখার অভিপ্রায়ে।

কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্রদের আন্দোলনকে সামনে রেখে হাসিনা সরকারকে উৎখাত করানোর নেপথ্যে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং এক কথায় গোটা আন্দোলনটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত তা আজ কারো অজানা নয় । কিন্তু ৫ই আগস্টে ঘটনা আকস্মিকভাবে অন্যদিকে মোড় নেওয়ার পরও ভাবা যায়নি যে হাসিনা প্রস্থান পরবর্তী অধ্যায়ে এই বাংলাদেশকে দেখতে হবে।এত অপদার্থ জনবিরোধী প্রশাসন একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশ বোধহয় আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দিয়ে যে অস্থিরতার সূচনা তার পেছনে ছিল ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিণত মস্তিস্কের এক গভীর ষড়যন্ত্র ক্ষমতালোভী গ্রামীন ব্যঙ্কের মাধ্যমে সুদ ব্যবসায়ী ইউনুসের।

কিছু বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতা ও মন্ত্রনায় পরিকল্পনামাফিকই বিভিন্ন অর্থনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত মহম্মদ ইউনুস দায়িত্ব পেয়ে প্রথম চোটেই নিজের বিরুদ্ধে মামলাগুলি তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়াই প্রধানমন্ত্রী হাসিনা তাঁর চক্ষুশূল হয়ে যান এবং সেই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটাতেই তিনি হাসিনার বিরুদ্ধে 'মেটিকুলাস ডিজাইন' এ চক্রান্ত করে ক্ষমতায় বসেছেন নিজস্ব স্যাঙ্গাতদের মাধ্যমে একের পর এক শয়তানী পদক্ষেপে মিথ্যাচার আর ধারাবাহিক ভারতবিরোধী অপপ্রচারের আবহে। অথচ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারত বরাবরই খুব স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছে পড়শী দেশেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হোক এবং মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তার যাতে না হয় সেদেশে। নিজেদের স্বার্থে হলেও তা আদৌ দোষের নয়। যদিও সে প্রত্যাশা যে সর্বদা সফল হয়েছে এমনটি হয়ত নয়।উল্টে ক্ষুন্ন সেদেশের মৌলবাদী শক্তি নতুন করে ভারতবিরোধিতায় শান দিয়েছে।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাওয়া পড়শী সেদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি যেমন অস্বস্তিকর বেদনাদায়ক ও সত্যই শঙ্কার বিশ্বের বহত্তম গণতন্ত্র ভারতের পক্ষেও তেমনই আঞ্চলিক সুস্থিতির পক্ষেও উদ্বেগের।

একাত্তরেও ভারত নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধে সামরিক সাহায্য সহ সবরকম সহায়তা দিয়ে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সফলতা ত্বরান্বিত করেছিল । অথচ ভারতের সে ভুমিকা বিস্মরণ ও অস্বীকার করতে বিলম্ব হয়নি সেদেশের একাংশের । মুজিব হত্যার পর তা ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ক্রমে বেড়েছে। আজ বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীমহলের একাংশ থেকে আরম্ভ করে ইতিহাস অস্বীকার করা ভুঁইফোড় ছাত্রনেতারা কুৎসা করে কৃতঘ্নতায় রনং দেহি দেহভাষায় বলছেন পাকিস্তানকে ভাঙতেই ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহায্য করেছে। যা মনে করায় বিদ্যাসাগরের একটি উক্তি- যার উপকার করিনি , সে কেন আমার বিরুদ্ধে! তবু মাইলস্টোন কলেজে বিমান ভেঙ্গে পড়ায় শিক্ষার্থী ছাত্রদের এই অসহায় ভাবে মৃত্যুর ঘটনায় মানবিক কারণে ভারতসরকার এগিয়ে এসেছে সব রকম সাহায্যার্থে।

অনেকেই মনে করেন সেদেশের সমাজজীবনে বিভাজনের যে চোরা স্রোতের শুরু মুজিব নিধনের পর থেকে তা সময়ের সঙ্গে বেড়েছে এবং বিদ্যমান ছিল হাসিনার সময়েও যার নিদর্শন স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস থেকে অমুসলিম লেখকদের রচনা বাদ দিয়ে মুসলিম লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্তিতে । দেশে প্রচুর মসজিদ মাদ্রাসা শেখ হাসিনা গড়েছেন, । মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমতুল্য করে দিয়েছেন। কিন্তু এতে কার লাভ হলো? এতে তো মৌলবাদী শক্তির হাতই শক্ত হয়েছে-তারা গোপনে সংগঠন মজবুত ও প্রসার করার সুযোগ পেয়েছে। অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসার পর সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলাম কে নিষিদ্ধ করলেন কিন্তু সময়ে কঠিন পদক্ষেপ নিলে দেশে এই অপশক্তির এমন বাড়বাড়ন্ত হতো না।

গত প্রায় এক বছর ধরে চলা তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের করাল গ্রাসে বাংলাদেশ আমুল বদলে গেছে। বর্তমানের বাংলাদেশ শেখ মুজিব বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ তো নয়ই , এরশাদ কিংবা বেগম জিয়ার জামানাও নয়- এমনকী সাবেক পূর্ব পাকিস্থানএর অবস্থার থেকেও ভয়ংকর যা হয়ত আফগানিস্তানের তালিবান রাজের রেপ্লিকা হতে চলেছে। হিরন্ময় কারলেকর সেই ২০১৫য় পূর্বাভাস ও আশঙ্কা করেছিলেন বাংলাদেশ কি হতে চলেছে দ্বিতীয় আফগানিস্তান?

এক ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মহম্মদ ইউনুসের বদান্যতায় ধর্মান্ধ আগ্রাসী অপশক্তি দাপটে আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেখানে দেশবাসীর একাত্তরের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিতে- ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরাতে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানুষের কিছু ক্ষোভ ছিল যা কাজে লাগিয়েছে ক্ষমতা লোলুপ গোষ্ঠী ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা। যে কলেজ ছাত্রী ও মহিলারাও নেমেছিলেন প্রথমে কোটা বিরোধী,পরে হাসিনা হঠাও দাবিতে আন্দোলনে যা এক সময় সহিংসতা অবলম্বনেও পিছপা হয়নি, অচিরেই তাদের অনেকের হয়ত উপলব্ধি হয়েছে যে তারা প্রতারিত- ভুল করে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। অনেকেই আশঙ্কায় দিন গুনছেন-বাংলাদেশের ভবিতব্য কি! কিন্তু দেশের এই সর্বনাশ রুখতে দেশকে দ্বিতীয় আফগানিস্থান হওয়া রুখে প্রকৃত 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' অর্জনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে সেদেশের মানুষকেই-সুস্থ রাজনীতি ও বৌদ্ধিক পরিসরের সাথে সাহসী সংগ্রামী ছাত্র যৌবনকে।নতুন করে সে আশা জাগাচ্ছে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফুলহার নদীর ভাঙন প্রতিরোধে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, কাজ বন্ধ করালেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুরে ফুলহার নদীর ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার সকাল থেকে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের রশিদপুর এলাকায়। বর্ষার মরশুম বাদ দিয়ে স্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধের কাজের দাবি তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। যদিও, প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের বোঝানো হবে বলেও জানানো হয়েছে।

মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'জেলায় গঙ্গা ও ফুলহারের ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি তেমনভাবে তৈরি হয়নি। তবে কোথাও কোনও রকম সমস্যা হলে সেটি তদারকি করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনে ভাঙন কবলিত এলাকার ব্লক প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক করা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরে হরিশ্চন্দ্রপুরের ফুলহার নদী ভাঙন চলছে। রশিদপুর থেকে গোবরাঘাট পর্যন্ত ১২০০ মিটার জুড়ে ভাঙন চলতে থাকায় উদ্বেগে স্থানীয় বাসিন্দারা। দিন কয়েক আগে অস্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে সেচ দপ্তর। কিন্তু যেভাবে ভাঙন রোধের কাজ হচ্ছে, তাতে কোনও ফল হবে না বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। এরপরেই এদিন জোট বেঁধে কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয়দের একাংশ। রশিদপুর এলাকার গ্রামবাসী তরুণ যাদব, মোজাম্মেল শেখদের অভিযোগ, 'শুখা মরশুমে এই এলাকার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা হয় না। যেই বন্যা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে এবং বর্ষার মরশুম চলে এসেছে, তখনই ভাঙন রোধের অস্থায়ীভাবে কাজ করা হচ্ছে। এতে করে সরকারি টাকা অপচয় হচ্ছে। তাই আমরা দাবি করেছি এখন কাজ বন্ধ করে শুখা মরশুমে স্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা হোক।' হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল জানিয়েছেন, 'রশিদপুর এলাকা থেকে ১২০০ মিটার যে কাজ শুরু হয়েছিল সেটি একাংশ মানুষ বন্ধ করে দিয়েছে বলে শুনেছি। যদিও ভাঙন পরিস্থিতি ঠেকাতে ইতিমধ্যে অস্থায়ীভাবেই প্রতিরোধ করার কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে যে ভাঙন প্রতিরোধের কথা বলা হচ্ছে তা পরবর্তীতে আলোচনা করে দেখা হবে।' যদিও সেচ দপ্তর জানিয়েছে, 'রতুয়া এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের ফুলাহার নদীতে কয়েকটি অসংরক্ষিত জায়গায় ভাঙন হয়েছে। সেটির প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বরাদ্দ মিললে স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ হবে। আপাতত ভাঙন ঠেকাতে হরিচন্দ্রপুরে রশিদপুর এলাকায় বাঁশ ও বালির বস্তা দিয়ে কাজ করা হবে।'

পুজোর মুখে চাকরিহারা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন জামালপুর: চারপাশে যখন পুজোর প্রস্তুতি, তখনই মাথায় বাজ পড়ল শ্রমিকদের। চাকরি হারানোর মুখে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে কর্মরত প্রায় আড়াইশো শ্রমিক। সেই ক্ষোভেই শুক্রবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের আঝাপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়কের যান চলাচল। ডানকুনি থেকে পালসিট পর্যন্ত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা আই.আর.বি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই সংস্থার অধীনেই দীর্ঘ চার বছর ধরে কাজ করছিলেন বহু শ্রমিক। অভিযোগ, পুজোর আগে আচমকাই শুরু হয় ছাঁটাই। দু'দিনে ৩০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে সংস্থাটি। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জামালপুর ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলি মণ্ডলের নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ। ছাঁটাইয়ের পেছনে আঙুল উঠছে সংস্থার দুই ম্যানেজার, 'মুন্না' ও 'চ্যাটার্জি বাবু'র দিকে।

এসবিআই, বাণীতবলা শাখা (০৬৭৮৭)
পোস্ট- যাদুরবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা: হাওড়া-৭১১৩১৬, ই-মেইল: sbi.06787@sbi.co.in

সংশোধনী

গত ইং ১৯.০৭.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে (ঋণগ্রহীতার নাম শ্রী অনন্ত মাইতি ও শ্রী অচিন্ত মাইতি) পরিদর্শনের তারিখ "১৯.০৭.২০২৫" এর পরিবর্তে "০১.০৮.২০২৫" পড়তে হবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও নির্বাচন নির্ঘণ্ট

এতদ্বারা কাঁচকুলি সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গনকে অবগত করা হচ্ছে যে সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলী (Board of Directors) (মোট ০৯ জন = অসংরক্ষিত -০৬, তপশীলী জাতি তপশীলী উপজাতি ০১, মহিলা- ০২) নির্বাচনের জন্য এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হল (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে গণ্য হবে। পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন আগামী ১৭.০৮.২০২৫, তারিখে কাঁচকুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির উক্ত ভোট প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা সকল ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যেকোনো কাজের দিন সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়/বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়নপত্র বিলি	২৬/০৭/২০২৫ হইতে ৩০/০৭/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টে পর্যন্ত (ছুটির দিন বাদে)	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
২.	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৮/০৭/২০২৫,২৯/০৭/২০২৫, ৩০/০৭/২০২৫ তারিখ	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০১/০৮/২০২৫ তারিখ	বেলা ১২ টা থেকে	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
৪.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০১/০৮/২০২৫ তারিখ	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা অবাবহিত পরে	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
৫.	মনোনয়নপত্র / প্রার্থীদের প্রত্যাহার	০২/০৮/২০২৫ তারিখ	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
৬.	চূড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০২/০৮/২০২৫ তারিখ	বেলা ৩টের পর	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
৭.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	০৫/০৮/২০২৫ তারিখ	দুপুর ১২টা থেকে	সমিতির অফিস প্রাঙ্গন
৮.	বিশেষ সাধারণ সভায় ভোট গ্রহণ	১৭/০৮/২০২৫ তারিখ	সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত	কাঁচকুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন
৯.	ভোট গণনা	১৭/০৮/২০২৫ তারিখ	ভোট শেষ হওয়ার পর	কাঁচকুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন
১০.	ফল ঘোষণা	১৭/০৮/২০২৫ তারিখ	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর	কাঁচকুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন
১১.	বিজয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র বিতরন	১৭/০৮/২০২৫ তারিখ	ফল ঘোষণা পর	কাঁচকুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন

সহবিঞ্জ- মনোনয়নপত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ (ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী- ২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হইবে। ভোটপ্রদানের সময় সকল ভোটারদের ভারতীয় নির্বাচন স্বীকৃত যেকোনো সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ কারা হচ্ছে।

সহকারী রিটার্নি অফিসার
কাঁচকুলি সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায় ।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে ।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. (প্রতিকী) দখলের তারিখ
শ্রী শাহিদুল মণ্ডল এবং শ্রীমতী মুনমুনি বিবি	ক) লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৫৮১৫০৮৭৩ অধীনে ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী, (এই টাকার মধ্যে ০১.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত আছে।) এবং লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৫৮১৫০৮৯৯ অধীনে ৩৫,৩৩১.৬৬/- টাকা ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (এই টাকার মধ্যে ০১.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত আছে।) খ) ১২.০৮.২০২৪ গ) ২৫.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পদের বিবরণ

গোপালপুর মৌজার অন্তর্গত, জে.এল. নং ৮০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৫১, এল.আর. প্লট নং ১৭২৬, থানা - হাড়োয়া, গোপালপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত কমবেশি ১১.৪ ডেসিমেল জমি, যা একটি ভবন ও কাঠামো সহ বিদ্যমান এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা- উত্তর**- গৌরহরি সাঁতরার জমি সম্পত্তি, **দক্ষিণ**- তড়িৎ হালদারের জমি সম্পত্তি, **পূর্ব**- রাস্তা, **পশ্চিম**-মনু মণ্ডলের জমি সম্পত্তি।

তারিখ- ২৫.০৭.২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায় ।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ
১. **মেসার্স ডিজাইন অ্যান্ড সাইন অ্যাডভারটাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং,** ৩৭/সি, মনিলাল সাহা লেন, মট লেন, প্রথম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৩। **আরও ঠিকানা :** ১১, ক্লাইভ রো, দ্বিতীয় ফ্লোর, রুম নং ৩, হোল্ডিং নং ১৮২, ব্লক নং XVII, মার্শাল হাউসের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০০১। **আরও ঠিকানা :** ১১, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, দ্বিতীয় ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা - ৭০০ ০০১। ২. **শ্রী সুমন তোশনিওয়াল, (পার্টনার)** ৬৩৮, রবীন্দ্র সরণি, শ্যামপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৩। এছাড়াও- ৩৭/সি, মনিলাল সাহা লেন, মট লেন, প্রথম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৩। **এছাড়াও-** ১১, ক্লাইভ রো, দ্বিতীয় ফ্লোর, রুম নং ৩, হোল্ডিং নং ১৮২, ব্লক নং XVII, মার্শাল হাউসের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০০১। ৩. **শ্রী রৌনক তোশনিওয়াল,** পিতা রূপচাঁদ তোশনিওয়াল, ৬৩৮, রবীন্দ্র সরণি, থানা - শ্যামপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৩। **এছাড়াও-** ১, ক্লাইভ রো, দ্বিতীয় ফ্লোর, রুম নং ৩, হোল্ডিং নং ১৮২, ব্লক নং XVII, মার্শাল হাউসের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০০১। ৪. **শ্রী শুভাশীষ সাহা,** ১১, ক্লাইভ রো, দ্বিতীয় ফ্লোর, রুম নং ৩, হোল্ডিং নং ১৮২, ব্লক নং XVII, মার্শাল হাউসের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০০১। ৫. **শ্রীমতী তনুশ্রী সাহা,** ১১, ক্লাইভ রো, দ্বিতীয় ফ্লোর, রুম নং ৩, হোল্ডিং নং ১৮২, ব্লক নং XVII, মার্শাল হাউসের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০০১। ৬. **শ্রী বিভূতি চন্দ্র গুহ,** পিতা প্রয়াত বিষ্ণু চরণ গুহ, ৫০/৮, শ্রী অরবিন্দ রোড, পোস্ট - সালকিয়া, থানা - মালি পাঁচঘড়া, হাওড়া - ৭১১১০৫। ৭. **শ্রী রূপ চাঁদ তোশনিওয়াল,** পিতা মোহন লাল তোশনিওয়াল, ৬৩৮, রবীন্দ্র সরণি, থানা - শ্যামপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৩।	ক) **২,০৯,৯১,৪১৬.৮০ টাকা** (দুই কোটি নয় লক্ষ একানব্বই হাজার চারশো ষোলো টাকা আশি পয়সা মাত্র) লোন অ্যাকাউন্ট নং *******২৬৫৯-এর অধীনে ০৪.০৮.২০২০ তারিখ অনুযায়ী। (এই টাকার মধ্যে ৩১.০৭.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত আছে।) খ) ০৪.০৮.২০২০ গ) ২৪.০৭.২০২৫ (বাস্তবিক দখল)

স্থাবর সম্পদের বিবরণ

১১, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় অবস্থিত একটি অফিস স্পেস, যার নং ৩ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৩২.১০৭৬ বর্গমিটার বা ৩০০ বর্গফুট, সিমেন্টের মেঝে সহ। এটি এই বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় ফ্লোরে অবস্থিত এবং এর হোল্ডিং নং ১৮২, ব্লক নং XVII, যা কলকাতা শহরের উত্তর বিভাগে পড়ে। এই অফিস স্পেসের সাথে আনুপাতিক বহিরাগত ও বিভাজনকারী দেওয়াল, শৌচাগার, এবং ১১, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানার জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা শেয়ার অন্তর্ভুক্ত, এটি অফিসের মোট নির্মিত বা নির্মাণাধীন ফ্লোর স্পেসের আনুপাতিক হারে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, অন্যান্য স্পেস মালিকদের সাথে সমস্ত সাধারণ রাস্তা, প্রবেশপথ, লবি, সিঁড়ি, লিফট এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধা ব্যবহারের অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত। **সীমানা- উত্তর**- অফিস স্পেস নং ০৪, **পূর্ব**- গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্যাসেজ, **দক্ষিণ**- ভিতরের সাধারণ প্যাসেজ, **পশ্চিম**- অফিস স্পেস নং ০২ ।
এই সম্পত্তিটি রৌনক তোশনিওয়ালের নামে রয়েছে।

তারিখ- ২৬.০৭.২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যু, ভাঙচুর শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: আইসিইউ-তে চিকিৎসার সরঞ্জাম ভাঙচুর চালনোর অভিযোগ উঠেছে রোগীর পরিবার ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। শ্রমজীবী হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলে ফেসবুক লাইভ করেন মৃতের পরিবারিক বন্ধু তথা বিজেপি নেতা হরি মিশ্র। চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে তুমুল উত্তেজনা শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে।

অভিযোগ, অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালের আইসিইউ-তে ঢুকে চিকিৎসকদের ওপরে চড়াও হন মৃতের আত্মীয়রা।

সমাজ মাধ্যমে সেই ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। গোটা ঘটনায় শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শ্রমজীবী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাল্টা রোগীর আত্মীয়রাও পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে মৃতের ময়নাতদন্ত করানোর দাবি তুলে। ২০ জুলাই শ্বাসকষ্ট নিয়ে শ্রমজীবী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শ্রীরামপুর প্রভাসনগর এলাকার বাসিন্দা বিমলা দেবীকে (৭২)। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। রোগীর আত্মীয়রা আইসিইউ-তে হাজির হয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে তুমুল বচসা জুড়ে দেন বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের পক্ষ থেকে রোগী ভালো আছে বলে জানানো হয়। কিন্তু পরে হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলা হয় বিমলা দেবীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে, তাঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হবে। পরিবারের লোকের অভিযোগ, তাঁরা আইসিইউ-তে গেলে, চিকিৎসক জানান রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ কথা শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর বাড়ির লোকজন। ডাক্তারদের ওপরে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার সেই ভিডিয়ো ফেসবুকে লাইভে দেখান রোগীর সঙ্গে আসা বিজেপি নেতা হরি মিশ্র। ঘটনাস্থলে আসে শ্রীরামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দেহ নিতে অস্বীকার করেন পরিবারের লোকজন। মৃতার বউমা প্রতিমা সিং বলেন, 'রবিবার শাশুড়িকে ভর্তি করি শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে। চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে।' হরি মিশ্র বলেন, 'আমার বন্ধুর মাকে চার দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করি। চিকিৎসকেরা বলেছিলেন দু-তিন দিন অবজারভেশনে রেখে ছেড়ে দেবেন। আজকে সকাল আটটার সময় জানতে পারি রোগীর অবস্থা খুব খারাপ, তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হচ্ছে।' শ্রমজীবী হাসপাতালের সহ-সম্পাদক গৌতম সরকার বলেন, 'শারীরিক অবস্থা যে খারাপ সেটা রোগীর পরিবারকে জানানো হয়েছিল। আইসিইউতে ভর্তি করার সময় রোগীর পরিবারকে বলা হয়েছিল, তাঁকে যে কোনও সময় ভেন্টিলেশনে দিতে হতে পারে। আপনারা মনে করলে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন। এক নেতা এসে আইসিইউ-তে ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং চিকিৎসকদের গালিগালাজ করেন।' হাসপাতালে চিকিৎসক অনীক জানা বলেন, 'পরিবারের লোককে জানিয়েই ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়। রোগীর মৃত্যু হলে বাড়ির লোকজন আচমকা হাসপাতালের কর্মী ও ডাক্তারদের ওপরে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় ও গালিগালাজ করে।'

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলছে সরকারি স্কুলের পাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা কাঁকসার রাজবাঁধ চটি এলাকার রাজবাঁধ নিম্ন বুনিয়াদি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। যে কোনও মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে গোটা ক্লাস রুম। দেওয়ালের ফাটলের ভেতর বাসা বেঁধেছে বিষধর সাপ। অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল থেকে খসে পড়ছে প্লাস্টার। বৃষ্টি হলে ক্লাসরুমের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়তে থাকে। এরই মাঝে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে চলছে পঠনপাঠন। আতঙ্কের মধ্যেই নিত্যদিন ক্লাস করতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শিক্ষা দপ্তর, ব্লক প্রসাসন, সবাই জানে এই সমস্যার কথা। কিন্তু বিদ্যালয় মেরামতের কোনও রকম উদ্যোগ দেখা যায়নি। বছর খানেক আগে একটা দল পরিদর্শন করে গিয়েছিল বলে জানা যায়। তবে তার পর থেকে আর কাজ এগোয়নি। অগত্যা, প্রাণ হাতে নিয়েই শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৪৩ জন পড়ুয়া সেখানে ক্লাস করছে। স্কুলের তিন জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন, তারাও এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সুদীপ সরকার সমস্যার কথা স্বীকার করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিয়ায়টি সামনে আসতেই শাসক দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস যবে থেকে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে, তবে থেকে একের পর এক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে ৮ হাজারেরও বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি স্কুলগুলি সব বন্ধ হয়ে গেলে বেসরকারি স্কুলগুলো ভালোভাবে চলবে আর সরকারের মুনাফা হবে, সেটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন।' যদিও তৃণমূল নেতা তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। বর্ষার মধ্যে কিভাবে সামাল দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যে সমস্ত পুরানো স্কুল রয়েছে, সেগুলি মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু হবে।'

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB2022PLC253035
৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল ঃ info@karnikaindustries.com
ওয়েবসাইট ঃ www.karnikaindustries.com

অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১ম অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EGM) ১৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সোমবার দুপুর ১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং ("VC") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ে ("OAVM") মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ") কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("MCA সার্কুলার") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("SEBI") (সম্মিলিতভাবে "প্রাসঙ্গিক সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম EGM আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা। সভার স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।

ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ উল্লিখিত নোটিশটি ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত সদস্যদের কাছে শুক্রবার, ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা RTA Skyline Services Private Limited-এর সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ। https://karnikaindustries.com/

ইজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সদস্যরা মনে রাখবেন যে ঃ

১. রিমোট ই-ভোটিং (ইজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ই-ভোটিং) এবং ইজিএমে ভোটদানের জন্য যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হল সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সদস্যরা শুধুমাত্র একটি পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন, যেমন, সভায় ভোটদানের মাধ্যমে অথবা রিমোট ই-ভোটিং। যদি সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং বেছে নেন, তাহলে তাদের সভায় ভোট দেওয়া উচিত নয় এবং বিপরীতভাবেও। তবে, একবার কোনও সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ই-ভোট দেওয়ার পরে, সেই সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে বা আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। সভার তারিখের আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোটদানকারী সদস্যরা সভায় যোগ দিতে এবং সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না।
২. ভোটদানের সময়কাল ১৩ আগস্ট, ২০২৫ বুধবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার রয়েছে, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
৩. নোটিশ পাঠানোর পর, যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন, তিনি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মিসেস পুনম বিনানিকে, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব নিযুক্ত করেছে [(A33638) COP-12552] কে EGM-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং তারা নিয়োগের জন্য তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন এবং একই উদ্দেশ্যে উপলব্ধ থাকবেন। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.karnikaindustries.com/ এ আপলোড করা হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে জানানো হবে যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে।
৪. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা কল করতে পারেন ঃ 022 - 4886 7000 এবং 022 - 2499 7000 অথবা evoting@nsdl.co.in এই ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের পক্ষে এবং তার পক্ষে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
(মুসকান মুন্দ্রা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ACS 71679)

তারিখ ঃ 26.07.2025
স্থান ঃ হাওড়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯ (১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে",** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১২.০৮.২০২৫** তারিখে **১,৪৪,৪৪,৫৭৪.০০ টাকা** (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর টাকা মাত্র) **১৮.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি **১৯.০৬.২০২৫** তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক আলিপুর শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** এর পাওনা আছে **শ্রী কিষাণ কুমার গনেরিওয়াল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫, **এছাড়াও-** ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট-৩৭০২, রুবি হাসপাতাল, কলকাতার কাছে -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **শ্রী কিষাণ কুমার গনেরিওয়াল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫। **এছাড়াও-** ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট-৩৭০২, রুবি হাসপাতাল, কলকাতার কাছে। ২. **মিস আঁচল গনেরিওয়াল (ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার),** ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫। **এছাড়াও-** ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট-৩৭০২, রুবি হাসপাতাল, কলকাতার কাছে। ৩. **শ্রী অর্চিত গনেরিওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার),** ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫। **এছাড়াও** ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট-৩৭০২, রুবি হাসপাতাল, কলকাতার কাছে। ৪. **শ্রীমতী জ্যোতি গনেরিওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার),** ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫। **এছাড়াও-** ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট-৩৭০২, রুবি হাসপাতাল, কলকাতার কাছে। আলিপুর শাখা	অন্ধারমানিক মৌজার জে.এল. নং ১৫৩, তৌজি নং ৬৩ ও ৬৪, আর.এস. নং ২৭৯, এল.আর. দাগ নং ৩৫০২, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩০, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৪০০০/১ বর্তমান এল.আর খতিয়ান নং ৪৪৬৩-এর অন্তর্গত ৪ কাঠা (৬.৬১ ডেসিমেল) জমি এবং এর উপর নির্মিত কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ- ১৭৬৭.৪৮ বর্গফুট, প্রথম ফ্লোরের পরিমাপ- ২১১৬.৬৬ বর্গফুট, দ্বিতীয় ফ্লোরের পরিমাপ-২১১৬.৬৬ বর্গফুট। **সীমানা (দলিল অনুযায়ী):** উত্তর- ধীরেন্দ্রনাথ নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ৩৫ ফুট চওড়া বারুইপুর রোড, পূর্ব- মন্টুরাম নস্করের সম্পত্তি, পশ্চিম- দেবালা নস্করের সম্পত্তি।	**১,৪৪,৪৪,৫৭৪.০০ টাকা** (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর টাকা মাত্র), **১৮.০৬.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি **১৯.০৬.২০২৫** তারিখ থেকে সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ যুক্ত হবে।	ক) **৫৪,০০,০০০.০০ টাকা ( )** (চুয়ান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **৫,৪০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোর্টালে এই টাকা জমা দিতে হবে। গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB030245373639** ঙ) **ব্যাংকের জানা নেই** চ) **বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০৭.০৮.২০২৫ থেকে ১১.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১২.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৯.০৬.২০২৫ / স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
মেসার্স এসআইপিএল এসএমপিএল ভিডি জেভি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	এসআইপিএল এসএমপিএল ভিডি জেভি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	০৯.০৬.২০২০
৩.	সংশ্লিষ্ট যে কর্তৃপক্ষের অধীনে সংস্থা গঠিত/ নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U10200WB2020PTC237400
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	আইডিয়াল প্লাজা, ৫ম তল, ১১/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২০
৬.	কর্পোরেট সংস্থার দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২ জুলাই ২০২৫
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নং এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	নাম : **শ্রী সুনীল চোরারিয়া** ঠিকানা : পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, স্যুট নং ২২২, ৩য় তল কলকাতা - ৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল ঠিকানা : chorariamba@rediffmail.com এবং Sipl.liquidation@gmail.com টেলিফোন নং - ৯৮৩১২৭৮৩২৬ রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-23/14078
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২১ আগস্ট ২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এসআইপিএল এসএমপিএল ভিডি জেভি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড স্বেচ্ছা দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২২ জুলাই ২০২৫ তারিখে।
এসআইপিএল এসএমপিএল ভিডি জেভি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে লিকুইডেটরের নিকট দফা ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই প্রমাণ সহ তাদের দাবি পেশ করবেন। অন্যান্য সকল বিনিয়োগকারীগণ প্রমাণ সহ তাদের দাবি ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

লিকুইডেটরের নাম : সুনীল চোরারিয়া
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-23/14078
এএফএ নং : AA2/14078/02/300626/203861
এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

Kothari Group

গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস- সি-৪, গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194 **ওয়েবসাইট-** www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন- ০৩৩-২২৩০-২৩৩১ **ফ্যাক্স-** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেইল- secretarial@gillandersarbuthnot.com

ফিজিক্যাল শেয়ার পুনরায় দাখিল অনুরোধে হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো সংক্রান্ত নোটিশ

শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97– তারিখ- ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খুলেছে যা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই উইন্ডো তাদের জন্য যারা ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে তা বাতিল/ফেরত/অনিষ্পন্ন হয়েছিল।

যেসব শেয়ারহোল্ডার এই সুযোগ নিতে চান, তাদের আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ই-মেইল **mdpldc@yahoo.com** -এ এবং যোগাযোগ নং- ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮। ইউনিট- গিল্যান্ডার্স ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১। অথবা, কোম্পানির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে **secretarial@gillandersarbuthnot.com** -এ।

শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে হবে যে, যেসব সিকিউরিটি পুনরায় স্থানান্তরের জন্য জমা দেওয়া হবে (আজকের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে বিচারাধীন আবেদনসহ), সেগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডেই ইস্যু করা হবে।

এই বিশেষ সুযোগের বিস্তারিত তথ্য এবং ভবিষ্যতের যেকোনো আপডেট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com**-এ পাওয়া যাবে।

গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও
(ডিন - ০২১০০৩২২)

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২৫ জুলাই, ২০২৫

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেড
CIN: L51433WB1960PLC024539,
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭ / ৫৬৬৮, ইমেইল : agiinvestors@agigreenpac.com,
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com,

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫ দুপুর ১২টা ৩০মিনিটে (আইএসটি) ('ভিসি'/'ওএভিএম' মাধ্যমে, যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৪ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 অনুসরণ করে এবং পূর্ববর্তী এমসিএ ও সেবি সার্কুলারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।
উপরোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ইমেইলে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে রেজিস্টার্ড আছে, সদস্যরা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন শুধুমাত্র সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে, যার বিস্তারিত এজিএম-এর নোটিশে জানানো হবে, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এর ধারা ১০৩ অনুযায়ী কোরামের জন্য গণনা করা হবে।
সদস্যরা এজিএম-এ উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবনার ওপর তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন সিডিএসএল কর্তৃক সরবরাহকৃত রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে, যার পদ্ধতি ও নির্দেশ এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া থাকবে।
কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৬৫তম বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) নোটিশ, আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য আইনগত প্রতিবেদনসমূহের ই-কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.evotingindia.com এ উপলব্ধ থাকবে। উল্লেখিত এজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির শেয়ার যেখানে তালিকাভুক্ত রয়েছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এও পাওয়া যাবে।
সেবির সার্কুলার অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো ফিজিক্যাল কপি কোনো সদস্যকে পাঠানো হবে না। যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করেননি, তাদের কোম্পানির ই-যোগাযোগ পেতে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে সেগুলো নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করার জন্য সদস্যদের নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে-

- **ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য:** কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের 'mdpldc@yahoo.com' ঠিকানায় লিখে আপনার ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করুন। কোম্পানির ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পরে যারা ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করবেন, তারা এই বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করতে নোটিশের সফ্ট কপি এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি, সাথে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্য কোম্পানির আরটিএ-এর 'mdpldc@yahoo.com' ঠিকানায় লিখতে পারেন।
- **ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য:** সদস্যদের তাদের ডিপি-দের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যা তাদের ডিপি দ্বারা নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী হবে।

পরিচালক পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ৭ টাকা (অর্থাৎ ৩৫০) লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন সাপেক্ষে। ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে সেবি বাধ্যতামূলক করেছে যে, যেসব শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের ফোলিওতে কেওয়াইসি বিবরণ অর্থাৎ- (১) প্যান (২) মনোনয়নের পছন্দ (৩) যোগাযোগের বিবরণ (৪) মোবাইল নম্বর (৫) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং (৬) ব্যাংক দ্বারা যাচাইকৃত স্বাক্ষর আপডেট করা নেই, তারা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডেই লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন। সেই অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের সাপেক্ষে লভ্যাংশ পরিশোধ ফিজিক্যাল হোল্ডারদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপরের বিবরণগুলো তাদের ফোলিওতে আপডেট হওয়ার পরেই করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কোম্পানির আরটিএ-এর 'mdpldc@yahoo.com' ঠিকানায় লিখে তাদের কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করুন। আপডেটের ফর্মগুলি https://agigreenpac.com/furnishing-of-pan-and-kyc-details-and-nomination-by-holders-of-physical-securities এবং https://mdpl.in/downloads.php এই লিঙ্কগুলোতে উপলব্ধ। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপি-দের কাছে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানি কর্তৃক লভ্যাংশ প্রদান সদস্যদের হাতে করযোগ্য এবং কোম্পানিকে আয়কর আইন, ১৯৬১ (' দ্য আইটি এক্ট') এর নির্ধারিত হারে সদস্যদের পরিশোধিত এই ধরনের লভ্যাংশ থেকে উৎসে আয়কর (টিডিএস) কাটতে হবে। সাধারণত, টিডিএস প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে তাদের আবাসিক অবস্থা, প্যান, আইটি আইন অনুযায়ী বিভাগ তাদের ডিপি-দের সাথে অথবা শেয়ার যদি ফিজিক্যাল ফর্মে থাকে, তবে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে পূর্বোক্ত ই-মেইল আইডি-তে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে সম্পূর্ণ/আপডেট করুন।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নং- ৩০৯২৬

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৫

রাজস্থানে কাজে গিয়ে গ্রেপ্তার মালদার শ্রমিক

পরবর্তীতে বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তিন মাস আগে রাজস্থানে কাজ করতে যাওয়া মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিককে সেখান থেকে দু'মাস জেল খাটানোর পর বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগ উঠল। শুক্রবার মালদার কালিয়াচকের ওই যুবকের বাংলাদেশ থেকে একটি ভিডিও ভাইরাল করা হয়েছে। (যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা) আর সেই ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখেই নিজেদের বাড়ির ছেলেকে চিনতে পেরেছেন কালিয়াচকের পরিবারের লোকেরা। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে মালদার কালিয়াচক থানার জালালপুর এলাকার ওই যুবককে বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁর নাম আমির শেখ (২১)। তিনমাস আগে তিনি রাজস্থানে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিল। এরপর গত দু'মাস আগে তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেয় রাজস্থান পুলিশ।

চারদিন আগে বিএসএফের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের কোনও এক সীমান্ত দিয়ে তাঁকে ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে এমন ভাইরাল হওয়া ভিডিও নিয়েই তোলপাড় শুরু হয়েছে মালদায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন মাস আগে জীবিকার সন্ধানে রাজস্থানে পাড়ি দেন আমির। তার সঙ্গে ছিল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ঠিকানার প্রমাণ-সহ ভারতের সমস্ত বৈধ পরিচয়পত্র। তা সত্ত্বেও, কোনও রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই রাজস্থান পুলিশ তাঁকে 'বাংলাদেশি নাগরিক' সন্দেহে গ্রেপ্তার করে বলে অভিযোগ। দীর্ঘ দুই মাস জেল হেফাজতে থাকার পর, চার দিন আগে তাঁকে সীমান্ত পাড় করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে আমির বাংলাদেশে আটকে। কান্না জড়ানো কণ্ঠে সেই ভাইরাল হওয়া ভিডিওতেও আমিরকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি ভারতীয়, আমাকে আমার ঘরে ফিরিয়ে দিন!' এই ঘটনার পর গোটা জালালপুর শোকে স্তব্ধ। পরিবারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। মা কাঁদছেন, বাবা নির্বাক।

আমিরের এক কাকা আজমল শেখ বলেন, ভাইপোর ভারতের বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও নাগরিকত্ব প্রমাণ করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন আমিরের পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমিরের বাবা জেমস শেখ প্রথম পক্ষের স্ত্রী মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। আমির প্রথম পক্ষের ছেলে। তারা দুই ভাই। গোটা পরিবারটি দিনমজুরের পেশার সঙ্গে যুক্ত। আমিরের বাবা জেমস শেখ বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও দেখে ছেলেকে চিনতে পেরেছি। বাংলাদেশের কোথায় আছে, সেটা জানা যায় নি। তিন মাস আগে ছেলে রাজস্থানে কাজে গিয়েছিল। এরপর দু'মাস আগে ওকে পুলিশ ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর চারদিন আগে রাজস্থান পুলিশ এবং বিএসএফ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। অথচ আমাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত প্রমাণ রয়েছে। তারপরেও এরকম অত্যাচার করা হচ্ছে। এখন কী করে ছেলে ফিরে আসবে সেটাও আমাদের ভাবনার বাইরে। তাই প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি।' শুক্রবার ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে কালিয়াচকের জালালপুর এলাকার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে যান রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের সম্পাদক আসিফ ফারুক। তিনি বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে কাজ করতে গেলে যদি এরকম অবস্থা হয়, তাহলে নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে প্রশাসনের এবিষয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে।'

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

'মারলে, পালটা মারার' নিদান বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরামবাগে কর্মী সম্মেলন করলেন বলিউড ও টলিউড খ্যাত অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মারলে, পালটা মারের নিদান দিলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। একেবারে সিনেমার স্টাইলে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'মার খেয়ে ঘর না এসে পালটা মারার কথা কর্মীদের বলেছি।' এদিন আরামবাগের দৌলতপুর বিজেপি কার্যালয়ে আরামবাগ বিধানসভা ও তারকেশ্বর বিধান সভা নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন।

আসন্ন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মিঠুন বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল, মিটিং-সহ বৈঠক করেন। শুক্রবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দৌলতপুর জেলা কার্যালয়ে একটি ইনডোর কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরার ডাকে সাড়া দিয়ে শুক্রবার সকালে আসেন মিঠুন। তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন জেলা সভাপতি-সহ আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, বর্ষিয়াণ বিজেপি নেতা অসিত কুণ্ডু থেকে শুরু করে সাংগঠনিক জেলার অন্যান্য নেতৃত্ব। বিজেপি মহিলা নেত্রীরা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে পুষ্প দিয়ে সংবর্ধনা জানান। এদিন তিনি ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যেটা করছে ভালো করছে, এতে ভোট চুরি বন্ধ হবে। ফলস ভোটিং কম হবে।' অপর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের উত্তরে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি একজন অভিনেতা, সেই হিসেবে আমার সঙ্গে সবার যোগাযোগ আছে। এই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার দুর্নীতিতে ভরে গেছে। আমাদের মা-বোনেদের কোনও সুরক্ষা নেই।' পাশাপাশি তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে এটাও বলেন, 'মারলে মার খাবেন না, মারতে এলে মারবেন'। কুণাল ঘোষ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঠুনের জবাব, 'ওটা একটা পচা নর্দমা'। পাশাপাশি তিনি নির্বাচন কমিশনের কাজের প্রসংশা করেছেন। তবে এদিন কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও মিঠুন চক্রবর্তীকে একটু চোখের দেখার জন্য আট থেকে আশি সকলে দৌলতপুর জেলা কার্যালয় চত্বরে ভিড় জমান। সবমিলিয়ে এদিন কর্মী সম্মেলনে বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতোন।

বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যোগ

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য খোলা হল বিশেষ হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারতের বিভিন্ন রাজ্য তথা ভিন রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে আগেই সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তিনি কঠোর বার্তা দিয়েছেন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। দলীয় নেতা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন এই ইস্যুতে জেলায় জেলায় প্রতিবাদ সভা করতে। এবার মমতা সরকারের নির্দেশে বসিরহাট পুলিশ জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ডঃ হোসেন মেহেদি রহমানের উদ্যোগে ২৪ ঘণ্টার জন্য একটি বিশেষ হেল্পলাইন চালু করা হল। যার মাধ্যমে ভিন রাজ্যে থাকা বসিরহাটবাসীদের বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে। ৯১৪৭৮৮৮১৮৫ নম্বরের বিশেষ হেল্পলাইনটি চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাটের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপার আরও বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিফোনের মাধ্যমেও জানানো যাবে অভিযোগ। ইতিমধ্যে বিশেষ সেই হেল্পলাইনটি বসিরহাট পুলিশ জেলার ফেসবুক পেজে আপলোড করা হয়েছে।

শ্রাবণে শিবের মাথায় জল ঢালার হিড়িক বাঁকুড়ায়

বৃক্ষ নিধন, জল দূষণ রোধের আহ্বান পরিবেশবাদীদের

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: প্রতি বছরের মত এবারেও শ্রাবণ মাসের শুরু থেকে শিবের মাথায় জল ঢালতে মেতে উঠেছেন বাঁকুড়াবাসী। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদেরও শান্তি, সাফল্য, সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভের প্রার্থনা জানিয়ে আর্শিবাদ কামনা করে শিবের মাথায় জল ঢালতে দেখা যাচ্ছে। জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়া, এক্তেশ্বর-সহ বিভিন্ন জায়গা এই উপলক্ষে বসেছে শ্রাবণী মেলা। অন্যদিকে শুক্রবার জেলার শিব মন্দিরগুলিতে গাছ রক্ষা ও জল দূষণ রোধে আর্শিবাদ প্রার্থনা করে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে দেখা

যায় পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সদস্য ও শিল্পীদের।

শ্রাবণ মাসের শুরু থেকে শুশুনিয়ায় শ্রাবণী মেলা বসে। তাছাড়া এসময় অসংখ্য ভক্ত শুশুনিয়ার ঝর্নার জল কলসি ভরে বাঁকে করে ভোলানাথ শিবের নাম করতে করতে হেঁটে এক্তেশ্বর ও ষাড়েশ্বর-সহ জেলার মন্দিরগুলিতে আসেন। মহাদেব শিবের মাথায় জল ঢালেন। এই জল আনার সময় ভক্তরা ঝর্নার জল ভরা কলসিগুলি পাহাড় ও সংলগ্ন জঙ্গল থেকে পাতা-সহ ডাল ভেঙে ভাল করে চারপাশ ঢেকে দেন। ভক্তদের বিশ্বাস এতে কলসিতে ধুলো লাগতে পারবে না। রোদে জল গরমও হবে না। সেকারণে প্রতিটি ভক্ত এক বা একাধিক গাছ একেবারে ন্যাড়া করে দেন। শ্রাবণ মাসে প্রায় প্রতিদিন বিশেষ করে রবি ও সোমবার শিবভক্তরা জল সংগ্রহ করতে যান শুশুনিয়া পাহাড়ে। ছাতনার বিডিও জানান, লক্ষাধিক শিব ভক্ত এসময় জল সংগ্রহ করতে আসেন।

শ্রাবনের প্রথম সোমবার বিহারীনাথ ধামে বাবা বিহারীনাথের মাথায় জল ঢালেন ও পুজো দেন বিধায়ক চন্দনা বাউরি। বিধায়িকার মতে শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢাললে কল্যাণ হয়। তাই বাঁকুড়া-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে অসংখ্য ভক্ত আসেন। অন্যদিকে শুশুনিয়া পাহাড়ে ও শিবমন্দিরগুলির সামনে এক ঝাঁক শিল্পীকে গান, নাচ ও নাটকের মধ্যে দিয়ে গাছ সুরক্ষা ও জল দূষণ আটকাতে আবেদন জানাতে দেখা যায়। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের একঝাঁক শিল্পীকে 'গাছের ডাল ভেঙো না, গাছকে ন্যাড়া করো না, গাছের মধ্যে থাকেন ত্রিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর। থাকেন দূর্গা-লক্ষ্মী-কালী-মনসা, তবু কেন তাদের ওপর চালাও অত্যাচার' এরকম নানা গান করতে দেখা যায় শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকায়। এই সংস্থা সম্পাদক ঝর্না গাঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'গত জুন মাসে জেলায় বর্ষা ঢুকেছে। এখন গাছে গাছে নতুন ডাল পালা হচ্ছে। অন্যদিকে, পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে ভোলে বাবার ভক্তরা শুশুনিয়া পাহাড়ে জল সংগ্রহে যান ও ব্যাপক ভাবে গাছের ডাল ভাঙেন। শিবের মাথায় জল ঢালার পর সেই ডালপালা জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এতে জল দূষণ ঘটে।' সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট লোক শিল্পী সংগীতা বিশ্বাস জানান, 'গাছ সুরক্ষা ও জল দূষণ রোধে বেশ কিছু বাউল ও ঝুমুর গান কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের এক ঝাঁক শিল্পীদের তালিম দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। সেগুলি পরিবেশন করা হচ্ছে মন্দিরে মন্দিরে। একতা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নৃত্যআলেখ্য ও নাটক ইন্দ্রদেবের রাজত্বে পরিবেশন করা হয়।' বাউল শিল্পী ছাতনার সুতপা মাকুড় ও তপন দত্ত শালতোড়ার, অতসি কর ও শুভ্রা দত্ত জানান, গাছ সুরক্ষার জন্য গান ও নাচে প্রতিবাদ জানাতে পেরে তাঁরা খুশি।

SBI | **এসবিআই, নারকেলডাঙ্গা শাখা (০১৫৮০)** পি-২৭৪, সি.আই.টি স্কিম - IV M, কলকাতা-৭০০০৫৪ ই-মেল: sbi.01580@sbi.co.in | **গাড়ি নিলাম**

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি ০৪.০৮.২০২৫ (সোমবার) তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, আরবিও-IV, এই- ১/১, নিউটাউন, নিলামের অকশন এরিয়া-I , ককাতা-৭০০১৫৬ -তে, যোগাযোগ নং- ৯৬৭৪৭১৩৬৪৬।**

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাঃ)
১.	মডেল এবং তৈরি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি., **Maruti CIAZ RS BS IV**, রেজিঃ নং.: **WB 08C 1919**, রেজিঃ তারিখ: ০৫.০৯.২০১৬, ইঞ্জিন নং **K14BN7134808**, চেসিস নং: **MA3EXMGISO0230395**, মালিকের নাম: ওলসি উইলসন জোসেফ	৩১.০৭.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০১৬	১০০০.০০ টাকা	১,৫৬,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।

ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **''এসবিআই নারকেলডাঙ্গা শাখা''-র অনুকূলে** ০২.০৮.২০২৫ তারিখে **বিকেল ৩:০০টা** পূর্বে নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ ''বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম'' জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র'' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ ''বিড''-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।

খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।

গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।

ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**

ঙ) কোনও কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।

চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **''এসবিআই, নারকেলডাঙ্গা শাখা''** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৫
স্থান : নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
এসবিআই নারকেলডাঙ্গা শাখা

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩, এন এস রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
টেলি.: ০৩৩-৪০৩৭ ৪৯০৫ ই-মেইল: dzmkolkata@mahabank.co.in

[রুল-৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৯/০৪/২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক, ঋণগ্রহীতাগনকে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে নিম্নে বিবৃত সম্পত্তির দখল নিম্নে বর্ণিত তারিখে উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্ট-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উপরে উল্লিখিত রাশি ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ, সহ- ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদার / আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমান
১. হর্ষা রেস্টুরেন্ট কাম বার, স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতি সোমা রায় ও শ্রী উজ্জ্বল কুমার রায়। **শাখা: মালদা**	১. ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার প্লট নম্বর আরএস ১৪৭; এলআর ১৭১২, খতিয়ান নম্বর আরএস ৯৫; জেএল নম্বর ৬৩, মৌজা - সেরপুর মোকিমপুর, ('পূর্ণ আবাসন') ইংলিশ বাজার পৌরসভা, ওয়ার্ড নম্বর ২০, ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত। রেজিস্ট্রেশন অফিস মালদা জেলা, সাব-ডিস্ট্রিক্ট ইংলিশ বাজার। ফ্ল্যাটটি ১১৪৩ বর্গফুট পরিমাপের, ফ্ল্যাট নম্বর ৩ডি, (তৃতীয় তলা), সর্বমঙ্গলা পল্লী, মনস্কামনা রোড, কানি মোড়ের কাছে, পোস্ট- ঝালঝালিয়া, থানা- ইংলিশ বাজার, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩২১০২। এর সীমানা নিচে দেওয়া হলো- পূর্ব দিকে- ফ্ল্যাট নং ৩সি এবং প্যাসেজ, দক্ষিণ দিকে- কল্যাণ দাস, পশ্চিম দিকে- বিল্ডিং প্যাসেজ, উত্তর দিকে- লিফট ও প্যাসেজ। ২. নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, ইংলিশ বাজার থানার অধীনস্থ, মালদা জেলার ৭৩২১২৮ পিন কোডের নরহাট্টা মৌজায় অবস্থিত একটি বাণিজ্যিক সম্পত্তি। সম্পত্তির উপর একটি দোকানঘরও তৈরি করা আছে ,এটি ৮০ নম্বর প্লট এবং ৬৯১ নম্বর খতিয়ানের অধীন, জেএল নম্বর ৪৮, সম্পত্তিটির পরিমাপ ২ ডেসিমেল এবং শ্রী উজ্জ্বল কুমার রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী সোমা রায়ের নামে নথিভুক্ত।	ক) ০২.০৫.২০২৫ খ) ২১.০৭.২০২৫ গ) ৫৯,২৮,৭৪৭.৫৭/- টাকা (উনষাট লক্ষ আটাশ হাজার সাতশো সাতচল্লিশ টাকা সাতান্ন পয়সা মাত্র) এবং ০২.০৫.২০২৫ তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।
২. শ্রী অঞ্জন চক্রবর্তী **শাখা: বারুইপুর**	১ কাঠা ৪ ছটাক ১২ বর্গফুট পরিমাপের রায়তি জমি, যার উপর আর.সি. ফ্রেম ও ক্লাস-১ টাইপের নির্মাণ রয়েছে। এতে আর.সি. কলাম, আর.সি. বিম, লিন্টেল ও ছাজা দ্বারা সমর্থিত আর.সি. সাব-রুফ আছে। সম্পত্তিটিতে ১টি বেডরুম, ১টি হল এবং ১টি টয়লেট রয়েছে। এটি বারুইপুর মৌজা, থানা-বারুইপুর, দাগ নং ৫০৫৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯৬৪, জেএল নং ৩১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৪৪ ঠিকানায় অবস্থিত।	ক) ০১.০৩.২০২৫ খ) ২৪.০৭.২০২৫ গ) ৪,৪৬,৮৭০ টাকা (চার লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশো সত্তর টাকা মাত্র) এবং ০১.০৩.২০২৫ তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।
৩. শ্রী সুভাষ নস্কর এবং শ্রীমতী ভারতী নস্কর **শাখা: বারুইপুর**	চাম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ৩ কাঠা অর্থাৎ ৫ ডেসিমেল পরিমাপের একটি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর একটি দোতলা ভবন নির্মিত সহ । এটি চাম্পাহাটি মৌজার জেএল নং ২৪, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। সম্পত্তির দাগ নম্বর আর.এস. ৩৮/২৭৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৮৯, যা এলআর দাগ নং ৫২ এবং সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান ২৮৭৭, ২৮৭৮ । সীমানা- উত্তর দিকে- সুকান্ত মণ্ডলের সম্পত্তি, পূর্ব দিকে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পশ্চিম দিকে- সুকান্ত মণ্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ দিকে- রেলওয়ের সম্পত্তি	ক) ২৯.০৪.২০২৫ খ) ২৪.০৭.২০২৫ গ) ৫,৩৮,৭৯৪.১২ টাকা (পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশো চুরানব্বই টাকা বারো পয়সা মাত্র) এবং ২৯.০৪.২০২৫ তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।
৪. শ্রী সামিউল্লা গাজী, পিতা- আইয়ুব আলী গাজী **শাখা: বারুইপুর**	১. দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় অবস্থিত 'গীতাঞ্জলি গার্ডেন' প্রকল্পের ফেইজ-২, ব্লক-ই, জি+৪ বিল্ডিং-এর ৪বি নম্বর ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এই ফ্ল্যাটটির পরিমাপ প্রায় ৮০৫ বর্গফুট। এর সাথে আনুপাতিক জমির শেয়ার এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং ৩১৫ ও ৩৫৭-এর অন্তর্গত, যার মধ্যে ৫৭ ডেসিমেল জমি কল্যাণপুর মৌজা, জে.এল নং ৩৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৫১৯-এর অধীনে অবস্থিত। ২. বাকি জমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এটি বিরল ধাম নগর মৌজা, জেএল নং ৩৭-এর অধীনে অবস্থিত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭ সংশ্লিষ্ট আর.এস. খতিয়ান নং ২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪২, ২৪৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১২৫০। সীমানা- উত্তর দিকে- গীতাঞ্জলি গার্ডেন ফেইজ-১ নামে পরিচিত বিল্ডিং, দক্ষিণ দিকে- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব দিকে- বাউন্ডারি ওয়াল এবং তারপর অন্যের জমি, পশ্চিম দিকে- বাউন্ডারি ওয়াল এবং তারপর অন্যের জমি।	ক) ২৩.০৯.২০২৪ খ) ২৪.০৭.২০২৫ গ) ২৩,০৪,১১১/- টাকা (তেইশ লক্ষ চার হাজার একশো এগারো টাকা মাত্র) এবং ২৩.০৯.২০২৪ তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।

তারিখ: ২৬.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর পক্ষে
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা** **শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,** কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in | **ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.০৮.২০২৫
সময় :৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১২.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ এক হাজার পঁচাশি টাকা) ৩০.১১.২০২৪** পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী অমিত কুমার শাহ, ঠিকানা** - পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাহ, ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, আলম বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **আরও ঠিকানা** - পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাহ, ফ্ল্যাট নং জি-এ, ১ম তল, ''বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট'', মৌজা - হাতিয়ারা, থানা - রাজারহাট, পো. বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৫ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলায়, (১৫ বছরের পুরানো জি-৩ তলা ভবনে), লিফট ব্যতীত ভবনের পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮০ বর্গফুট এবং যথাযথ জমির ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন কমপ্লেক্স নাম বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, সিএস খতিয়ান নং ১১০৮, সিএস দাগ নং ১১০৩, আরএস দাগ নং ১১৫৭, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি, বর্তমানে রাজারহাট, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৫এফ, ব্লক -১১/বি, হাতিয়ারা রোড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং (নতুন) ২০ (পুরানো) ১১, বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা অধীন (লিফট ব্যতীত এবং এই ভবনে লিফটের কোনও সংস্থান নেই)। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯, দলিল নং ১৯০৪০৪৭৭৭-২০২০ সালের।

সম্পত্তি শ্রী অমিত শাউ এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : অংশ আরএস দাগ নং ১১৫৭, **দক্ষিণে :** সখী চরণ শর্মার জমি, **পূর্বে :** কে এল পাল মার্কেট, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া মেটাল পুরসভা রোড।

সম্পত্তি শ্রী অমিত কুমার শাউ এর নামে।

সংরক্ষিত মূল্য **১৪,৬৮,০০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪৬,৮০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৮.২০২৫ | **স্বত্ব দখলীকৃত** | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১২.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪,৭৯,৮৬১.৩৬ টাকা (চোদ্দ লাখ উনআশি হাজার আটশ একষট্টি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) ১০.০৭.২০১৮ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এভারগ্রিন অ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিকানা** - স্বত্বাধিকারী বিপ্লব দাসগুপ্ত, পিতা আশুতোষ দাসগুপ্ত, মাতৃ কুটির, ৮২/১, এস এ দত্ত সরণি, মাঠপাড়া, শরৎ কলোনি, পো - রাজবারি, থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৮১ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

'মাতৃ কুটির' নামে দ্বিতল ভবনের সম্পূর্ণ প্রথম তলার সমপরিমাণ বন্ধক, আয়তন ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমি, প্রেমিসেস নং - ৮২/১, হোল্ডিং নং - ২২৯/১, শহীদ অনন্ত দত্ত সরণি, পোস্ট - রাজবাড়ি কলোনি, থানা - এয়ারপোর্ট,কলকাতা - ৭০০০৮১ শরৎ একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে যথাক্রমে পুরসভা ওয়ার্ড নং - ১৭, উত্তর দমদম পৌরসভা, মৌজা - গৌরীপুর, জে.এল. নং - ৬, আর.এস. নং - ১২১, তৌজি নং - ১৭২, দাগ নং - ৮১৭ এবং ৮১৯ যথাক্রমে, খতিয়ান নং - ৫০৬ এবং ২৭৭, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর)।

স্বত্ব দলিল নং ১-৫৫৩৪-২০১৪ সালের, সম্পত্তি শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্তের নামে।

চৌহদ্দি : উত্তরে : কো-অপারেটিভ পুকুর, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট পুরসভা সড়ক, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া শহীদ অনন্ত দত্ত সরণি, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর জমি।

সম্পত্তিটি মেসার্স এভারগ্রিন অ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নামে।

সংরক্ষিত মূল্য : ২৮,৬০,০০০ টাকা এবং বায়না জমা : ২,৮৬,০০০ টাকা, ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৮.২০২৫ | **স্বত্ব দখলীকৃত** | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১২.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৮৪,৭২,৯৭৫.২১ টাকা (চুরাশি লাখ বাহাত্তর হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা) ২৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স সাহা ট্রেডারস, ঠিকানা :** ১১/১, বিলধার লেন, খাগড়া, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, মৌজা : খাগড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেএল নং ৯৭, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং সাবেক-২২৮, এলআর নং ৪২৯০, প্লট নং সাবেক -১৭৯০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২৪ , শ্রেণি-বাড়ি, মোট এরিয়া -০.০২ একর, স্বত্ব দলিল নং ১-৭৫৩৬-১৯৭২ সালের, পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২০৯, ভল্যুম নং ১০৮, এসআরও বহরমপুর।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :- প্রীতি রানি সাহা

চৌহদ্দি :- উত্তরে : শান্তি দেবী ঠাকুরের ভবন, **দক্ষিণে :** বিমল কর্মকার এর ভবন, **পূর্বে :** যোগেশ মজুমদার এর ভবন, **পশ্চিম :** সড়ক।

সম্পত্তি মেসার্স সাহা ট্রেডারস-এর নামে।

সংরক্ষিত মূল্য : ২৯,৪৫,০০০ টাকা বায়না জমা : ২,৯৪,৫০০ টাকা ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৮.২০২৫ | **স্বত্ব দখলীকৃত** | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১২.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৩৪,৭৪,০১৫.৭১ টাকা (চৌত্রিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার পনের টাকা এবং একাত্তর পয়সা) ০৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সুমন রায় এবং শ্রীমতী সংগীতা রায় ঠিকানা :** জুনিয়র ইঞ্জি. বসিরহাট হাইওয়ে, সাব-ডিভিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বারাসত হাইওয়ে ডিভিশন-১ অধীন, পিডব্লিউডি (সড়ক) ডিটিই বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **আরও ঠিকানা : শ্রী সুমন রায় এবং শ্রীমতী সংগীতা রায়,** ফ্ল্যাট নং ২ডি, ৩য় তল, শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট, দাসদ্রোণ, থানা - রাজারহাট, পো- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০০৫৯ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত একটি জি ৩ তলা ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ফ্ল্যাট নং ২ডি, ৩য় তলে এবং একতলায় একটি ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্পেস, যার পরিমাপ ১১০২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) ৭৬৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) যার মধ্যে ৩টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং রুম, ২টি টয়লেট, ১টি ব্যালকনি, মৌজা - দাশদ্রোন, হোল্ডিং নং - আরজিএমএ/৫৫২, ব্লক-ডি, দাশদ্রোন (বঙ্গ লক্ষ্মী), জে.এল. নং ০৬ (পূর্বতন ০৪), সি.এস. দাগ নং - ৭৫, সি.এস. খতিয়ান নং - ১২৫, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং - ১৩৬, আর.এস. খতিয়ান নং - ২০৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৮০, অংশ আরএস দাগ নং - ১৪০, ওয়ার্ড নং - ০৫, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা (পুরনো) বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের অধীনে থানা - রাজারহাট, পো - বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০১৩৬।

২৫.০৬.২০১৯ তারিখের মালিকানা দলিল নং ১-০৭৪৪০/২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩২০১৯, পৃষ্ঠা - ২৮৯৪১৭ থেকে ২৮৯৪৪০, নং ১৫২৩০৭৪৪০, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, এডিএসআর রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গ।

চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ আর.এস. দাগ নং - ১৪০; **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা; **পূর্বে :** অন্যদের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।

সম্পত্তিটি শ্রী সুমন রায় এবং শ্রীমতী সঙ্গীতা রায়ের নামে।

সংরক্ষিত মূল্য : ৩৬,২৯,০০০ টাকা এবং বায়না জমা : ৩,৬২,৯০০ টাকা, ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৮.২০২৫ | **স্বত্ব দখলীকৃত** | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@ psballiance.com বা ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৬.০৭.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ওড়িশায় বন আধিকারিকের ফ্ল্যাটে টাকার পাহাড়

উদ্ধার সোনার বিস্কুট-মুদ্রা

ভুবনেশ্বর, ২৫ জুলাই: ওড়িশার বন দপ্তরের আরও এক অফিসারের বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় শুক্রবার চলল তল্লাশি অভিযান। এখন পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে অন্তত এক কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। অভিযোগ, ওই টাকা আয়-বহির্ভূত। নগদ গোনার জন্য আনা হয় যন্ত্রও। মনে করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া টাকার অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

ওড়িশার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নেপক জয়পুর অরণ্যে ডেপুটি রেঞ্জারের পদে নিযুক্ত রয়েছেন। শুক্রবার তাঁর জয়পুরের ফ্ল্যাট থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়েছে। সেই নগদ গোনার জন্য সেখানে যন্ত্র আনা হয়। ওই আবাসনে অন্য একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে নেপকের। সেখানেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। জয়পুরে নেপকের পৈতৃক বাড়ি, শ্বশুরবাড়িতেও শুক্রবার চলেছে তল্লাশি। তাঁর দপ্তরে তল্লাশি চালিয়েছেন ভিজিল্যান্স দপ্তরের আধিকারিকেরা। ভুবনেশ্বরে তাঁর ভাইয়ের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হয়েছে। নোটের পাশাপাশি ওড়িশার ডেপুটি রেঞ্জার চন্দ্র নেপকের বাড়ি থেকে চারটি সোনার বিস্কুট, ১৬টি সোনার মুদ্রাও উদ্ধার হয়েছে। এক-একটি মুদ্রার ওজন প্রায় ১০ গ্রাম। শুক্রবার এই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ওড়িশার ভিজিল্যান্স দপ্তর। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ওড়িশার ছয় জায়গায় তল্লাশি চলে, যেগুলির যোগ রয়েছে নেপকের সঙ্গে।

তবে এই বিপুল টাকা ও সম্পতি বৈধ বলে দাবি করেছেন বনদপ্তরের কর্তা। নিপক জানিয়েছেন, এই টাকা তার ছেলে ও বউমারও। যারা ব্যবসা করেন। সোনার কয়েন ও বিস্কুট উদ্ধারের বিষয়ে তিনি জানান, সোনা ও রুপো তাঁর ও ছেলের বিয়ের সময় উপহার হিসেবে পেয়েছেন।

ওড়িশায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ

ভুবনেশ্বর, ২৫ জুলাই: ফের ওড়িশায় কিশোরীকে লাগাতার গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ দুই ভাই ও তাঁদের এক সঙ্গীর বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে ১৫ বছরের ওই কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে প্রমাণ লোপাটের জন্য ওই কিশোরীকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার জগৎসিংহপুর জেলায়। এই ঘটনায় দু'ই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্য আর এক অপরাধী পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তরা ওই নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। এরই মধ্যে অভিযুক্তরা জানতে পারে ওই কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। নিজেদের অপরাধের কথা যাতে কেউ জানতে না পারে সেই জন্য ওই কিশোরীকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করে তিন অপরাধী। এরপরই কিশোরীকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিশোরীর অভিযোগ, বিষয়টি জানতে পারার পর গর্ভপাত করার জন্য তাকে চাপ দিতে থাকে ওই তিনজন। এরজন্য টাকা দিতেও প্রস্তুত বলে জানায় তারা। তিন অভিযুক্ত মিলে কিশোরীকে একটি ফাঁকা জায়গায় ডাকে। সেখানে গিয়ে কিশোরী দেখতে পায় কবর দেওয়ার জন্য গর্ত খুঁড়েছে অভিযুক্তরা। অভিযুক্তেরা তখন তাঁকে হুঁশিয়ারি দেন, গর্ভপাত না-করালে জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হবে। কোনও রকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলে ওই নাবালিকা। তার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা

ইতিমধ্যেই ওই নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। তার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেও এই ঘটনায় আরও এক জনকে খুঁজছে পুলিশ। একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় ওড়িশার আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বালেশ্বরের কলেজে ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা এবং তার জেরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় এমনিতেই উত্তাল এই রাজ্য। সেই আবহেই গঞ্জাম, কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জ, জাজপুরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। চলতি সপ্তাহেই জগৎসিংহপুরে এক তরুণীকে খামারবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সপ্তাহ ঘুরতে না-ঘুরতেই ফের গণধর্ষণের অভিযোগ।

ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা জারি করল থাইল্যান্ডের দূতাবাস

ব্যাংকক, ২৫ জুলাই: থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া যুদ্ধের মাঝে এবার দেশবাসীর জন্য নতুন সতর্কবার্তা জারি করল ভারত। শুক্রবার থাইল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, আপাতত সাতটি প্রদেশে ভারতীয়দের না যাওয়াই উচিত। উল্লেখ্য, শুক্রবারই থাইল্যান্ডের কার্যকরী প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাই জানিয়েছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতেই নাগরিকদের সতর্ক করল ভারত।

শুক্রবার থাইল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়, 'থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার সীমান্ত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জানানো হচ্ছে, ভারতীয় পর্যটকরা যেন থাই প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। থাইল্যান্ডের পর্যটন দপ্তরের নির্দেশিকা যেন মেনে চলেন সকলে।'

প্রসঙ্গত, 'এমারেলড ত্রিকোণ' নামের একটি এলাকা নিয়ে দুই দেশের সংঘাত দীর্ঘদিনের।

'ভুল করেছিলাম, এখন সংশোধন করছি'!

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: জাতগণনায় বিলম্বের জন্য নিজের উপরই দোষ নিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার দিল্লিতে কংগ্রেসের ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সম্মেলনে তাঁর আক্ষেপ, 'আমরা আগে জাতগণনা করাতে পারিনি। কংগ্রেস নয়, ভুল আমিই করেছিলাম। এখন তা সংশোধন করছি।'

ঘটনাচক্রে গত মে মাসে জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা করার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। তার পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সেই 'কৃতিত্ব' নিয়ে জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে বিজেপি শিবির। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ বার্তা দিয়েছে, বিহারের আসন্ন নির্বাচনে জাতগণনার বিষয়টি প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে তাদের। তালকাটোরা স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের 'ভাগিদারি ন্যায় সম্মেলনে' রাহুল বলেন, 'আমি ২০০৪ সাল থেকে রাজনীতি করছি।

ময়দান

বাজবলের ধাক্কায় দিশাহারা ভারত, সিরিজ হারের আশঙ্কা ম্যানচেস্টারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ম্যাঞ্চেস্টার: ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের তৃতীয় দিনে বাজবলের দাপটে কার্যত চাপে ভারতীয় দল। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ৩৩২/২। ভারতের করা ৩৫৮ রানের থেকে তারা তখন মাত্র ২৬ রানে পিছিয়ে। এই অবস্থায় ক্রিজে অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছেন জো রুট (৬৩) ও অলি পোপ (৭০)। দু'জনেই শতরানের পথে এগোচ্ছেন। আগের দিন শতরান মিস করেছেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট, কিন্তু ইংল্যান্ডের রানের গতি থামেনি। এই অবস্থায় টেস্ট কার্যত ইংল্যান্ডের দখলে। ভারতীয় বোলিং কার্যত দাঁড়াতেই পারেনি। বুমরাহ উইকেটহীন। তাঁর ওপর ওয়ার্কলোড নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সিরাজও ধারাবাহিক নন। শার্দূল ঠাকুরের পারফরম্যান্সও হতাশাজনক। দেখে মনে হচ্ছে না তিনি প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ভারতের একমাত্র কার্যকরী বোলার রবীন্দ্র জাডেজা। এই অবস্থায় দলের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে উঠেছে ঋষভ পন্থের চোট। প্রথম দিন ক্রিস ওকসের একটি বল রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে পন্থের পায়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। মাঠে ডাকতে হয় ফিজিওকে। পরে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে পাঠানো হয় মেডিক্যাল সেন্টারে। স্ক্যানে ধরা পড়ে পায়ের পাতা ভেঙেছে। বিসিসিআই জানায়, তিনি ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন। এর ফলে না শুধু চলতি টেস্টে উইকেটকিপিং করতে পারছেন না, বরং সিরিজের শেষ টেস্টেও খেলতে পারবেন না পন্থ। উইকেটকিপারের দায়িত্বে দেখা যাবে ধ্রুব জুরেলকে। পন্থের জায়গায় দলে নতুন করে কাউকে যুক্ত করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি বোর্ড। তবে দল সূত্রে খবর, রাহুল দ্রাবিড় ইতিমধ্যেই বিকল্প কিপারের ওপর আলাদা করে নজর রাখছেন। এই অবস্থায় পঞ্চম টেস্টে ধ্রুবর পাশেই থাকতে হতে পারে ভারতকে। এই ম্যাচে জো রুট আরও একটি ব্যক্তিগত মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন। রানের নিরিখে তিনি টেস্ট ইতিহাসে শচীন তেন্ডুলকার ও রিকি পন্টিংয়ের পর তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। এই ম্যাচেই রাহুল দ্রাবিড় ও জ্যাক কালিসকে টপকে গেছেন রুট। এদিকে ভারতীয় শিবিরে চোট-আঘাতের তালিকাও দীর্ঘ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ছিটকে গেছেন তরুণ অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। আকাশ দীপ ও অর্শদীপ সিং চোটে ভুগছেন। পঞ্চম টেস্টে তাঁদের পাওয়া যাবে কি না, এখনও নিশ্চিত নয়। ওভালে পঞ্চম টেস্ট শুরু হবে ৩১ জুলাই। কিন্তু তার আগেই যদি ম্যাঞ্চেস্টারে ম্যাচ ও সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে দলের আত্মবিশ্বাসে বড়সড় ধাক্কা আসবে নিশ্চিত। এখন দেখার, বাজবলের বিরুদ্ধে ভারতীয় বোলাররা কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন ম্যাচের পরের সেশনগুলোয়।

সিনিয়রদের নিয়ে সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে ইস্ট-মোহন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান যুদ্ধ, সম্মানের লড়াই, মর্যাদার লড়াই। মরশুমের প্রথম ডার্বি জিততে মরিয়া দুই দল। দুই দলেই যুক্ত হয়েছেন কিছু সিনিয়র ফুটবলাররা। যুবভারতীর বৃষ্টিভেজা প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে ডার্বির চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। লিগে আপাতত চার ম্যাচে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। অন্যদিকে গত ম্যাচ জয় পেয়েছে মোহনবাগান। ডার্বির জন্য সিনিয়র দলের ছয় ফুটবলারকে নথিভুক্ত করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দেবজিৎ মজুমদার, ডেভিড লালহানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা, মার্তণ্ড রায়না, লালরামসাঙ্গা এবং মার্ক জোথানপুইয়া। ডার্বির চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে এদের সকলকেই মাঠে দেখা গেল। এছাড়াও অনুশীলনে নতুন মুখ কেরালিয়ান মহম্মদ আশিক। যদিও তার রেজিস্ট্রেশন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

লাল-হলুদ হেড কোচ বিনো জর্জ জানালেন, বৃষ্টি হলে কল্যাণীর মাঠের পরিস্থিতি খারাপ হবে, সেখানে খেলা দুই দলের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ হবে। বিনো বলেন, ক্ষ্মডার্বি একটা যুদ্ধ, সম্মানের লড়াই। অবশ্যই জিততে হবে। শুধু আমাদের নয়, মোহনবাগান দলেও সিনিয়ররা থাকবে। দল ছন্দে রয়েছে, আমরা ডার্বির জন্য তৈরি।

ডার্বিতে মোহনবাগান দলেও সিনিয়র ফুটবলারদের কয়েকজনকে দেখা যেতে পারে। কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাট, দীপেন্দু বিশ্বাসরা তো থাকবেনই। মনে করা হয়েছিল গত বছরের মতো এবারও গ্লেন মার্টিন্স ও অভিষেক সূর্যবংশীকে দেখা যেতে পারে কলকাতা লিগের ডার্বিতে। তবে দুজন আপাতত সিনিয়র দলের সঙ্গেই অনুশীলন করছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেন, ক্ষ্মপ্রস্তুতি খুবই ভালো। দল ভালো খেলছে। দীপেন্দু-সুহেল-কিয়ানরা আসায় দলের শক্তি বাড়বে। আমরা প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছি না। আমাদের খেলায় নজর দিয়ে লিগ টেবিলের প্রথমে থাকতে চাই। দীপেন্দু বিশ্বাএর কথায়, ক্ষ্মএই বছর দলের হয়ে নতুন যারা খেলছে তারা সকলেই ডার্বির গুরুত্ব বোঝে। আশা করি ম্যাচটা জিতে আমরা তিন পয়েন্ট পাব।

বাংলার ঝড়ে উড়ে গেল কেরল। অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ড. বি সি রায় ট্রফির গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে কেরল কে ৪-১ গোলে হারালো ফাল্গুনী দত্তের প্রশিক্ষণে বাংলার ছেলেরা। গত ম্যাচে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পর আবার কেরলের বিরুদ্ধেও হ্যাটট্রিক করে বাংলার রাজদীপ পাল। অন্য গোলটি দুর্গেশ তেওয়ারির। এই জয়ের ফলে টানা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছল বাংলা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 23/2025-26/S.B.M (G) and 15th F.C vide Memo No.: 2066/Bh-I Block, dated 23/07/2025 and N.I.e-T. No.: 24/2025-26/S.B.M (G) (2nd Call) vide Memo No.: 2098/Bh-I Block, dated 24/07/2025 published. Details of N.I.e-T: http://wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 100/2025-26 & Memo No.: 882, Date: 25.07.2025,** for **01 no. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **09.08.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

NOTICE INVITING E-TENDER
NIET. No. 16/SBM(G)/BDO/M-J/2025-2026
Date of publishing: **24/07/2025 from 6.00 p.m on htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **24/07/2025 from 6:00 p.m.** Bid Downloading ends: **12/08/2025 up to 6:00 p.m,** Last date of Bid submission: **12/08/2025 up to 6:00 p.m.** Technical Bid opening date: **14/08/2025 at 6:00 p.m**
For details logon to **htpp://wbtenders. gov.in** or contact with office of the undersign.
Date:- 25.07.2025
Place: Lalbagh
Block Development Officer
Murshidabad-Jiaganj
Development Block
Lalbagh Murshidabad

NOTICE INVITING E-TENDER
NIET. No. 17/SBM(G)/BDO/M-J/2025-2026, 18/SBM(G)/BDO/M-J/2025-2026
Date of publishing: **25/07/2025 from 6.00 p.m on htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **25/07/2025 from 6:00 p.m.** Bid Downloading ends: **16/08/2025 up to 6:00 p.m,** Last date of Bid submission: **16/08/2025 up to 6:00 p.m.** Technical Bid opening date: **18/08/2025 at 6:00 p.m**
For details logon to **htpp://wbtenders. gov.in** or contact with office of the undersign.
Date:- 25.07.2025
Place: Lalbagh
Block Development Officer
Murshidabad-Jiaganj
Development Block
Lalbagh Murshidabad

Khosalpur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 no. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/KGP/25/NIT/131, Date: 24.07.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **24.07.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **31.07.2025 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **03.08.2025 at 11:00 AM.** For details please visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Khosalpur Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/224/25-26 Dated 25.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN PANCHPOTA KATHPOLE (badan School) AT WARD NO.04 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 26.07.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs1, 07, 295.37/- c) Documents download starting date & time: 26.07.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 02.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 05.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/223/25-26 Dated 25.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN ARYA NAGAR SHIV MANDIR, AT WARD NO. 04 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 26.07.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs:1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 26.07.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 02.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 05.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/225/25-26 Dated 25.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN NATUN DEARA YOUNG STAR CLUB, AT WARD NO.04 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 26.07.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs.1, 07, 295.37/-. c) Documents download starting date & time: 26.07.2025 at 11-00 hrs.d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 02.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 05.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-০৫/২৫-২৬, তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/ লোকো কমপ্লেস, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারি লাইসেন্সধারী বৈদ্যুতিক ঠিকাদার যাঁদের নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা আছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-০৫/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** কাঁচরাপাড়া বরোদা ব্রীজ সাপ্লাই পয়েন্ট ফিডারে ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর অপ্রচলিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ গ্রেড ৬.৬ কেভি থেকে ১১ কেভিতে রূপান্তর। **টেন্ডার নির্ণীত মূল্য ঃ** ৫৭,১১,০৬৬.২৬ টাকা (জিএসটি এবং অন্যান্য সকল কর/চার্জ সহ)। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৪,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps. gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ও পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ১১.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টের মধ্যে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব দাখিল করা হলেও গৃহীত হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
MISC-142/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 05/DOM/MGP/15th FC(2ND CALL) 2025-26. Publishing & Submission Start Date: **22.07.2025 from 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **28.07.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **30.07.2025 after 12.00 PM**
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- PRODHAN
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)
e-Tender Notice
e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **15th FC (Tied & Untied) Fund** vide **NIT No- 08/MERI-II/KUL/2025, 09/MERI-II/KUL/2025, 10/MERI-II/KUL/2025 & 11/MERI-II/KUL/2025, Date- 25/07/2025.** Bid Submission Closing Date (Online): **02.08.2025 up to 06:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **05.08.2025 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-12/2025-26, Sl. 1 (1st Call), Date-23.07.2025 & NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-07/2025-26, Sl. 1-2 (5th Call), Date-25.07.2025. Bid Submission Start Date : **24.07.2025 (NIT-12), 26.07.2025 (NIT-07) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **04.08.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **06.08.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 199 to 206/ 2025-2026 Dated- 25/07/2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, Malda, Jhargram, N 24 Pgs, S 24 Pgs, Purulia, Birbhum, Hooghly, Bankura, Nadia, Murshidabad, Jalpaiguri, Coochbehar, Purba and Paschim Medinipur Uttar and Dashin Dinajpur, Darjeeling, Kalimpong and Alipurduar District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **26-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **04-08-2025 and 11-08-2025 upto 3.00 pm**
Date: 25.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

BCL
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com,
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-১,৮৯৬.২৬	-১,৬৪৩.৬৭	-১,৬১৩.০৬	-৬,৬৬০.৭২
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৮৯৬.২৬	-১,৬৪৩.৬৭	-১,৬১৩.০৬	-৬,৬৬০.৭২
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৮৯৬.০৪	৭৬৬.৯৫	-১,৬০৮.৬৬	-৪,২৪৫.৭০
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	০.০০	২.৭৮	০.০০	২.৭৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (আইএনআর ১০/- প্রতিটি)	১৭২২.৪৯	১৭২২.৪৯	৮৬১২.৪৪	১৭২২.৪৯
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-৫১,৬২৫.৫১
শেয়ার প্রতি আয় (আইএনআর ১০/- প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)				
মৌলিক :	-১১.০১	-৪.৪৭	-১.৮৭	-২৪.৬৩
মিশ্রিত :	-১১.০১	-৪.৪৭	-১.৮৭	-২৪.৬৩

দ্রষ্টব্য
১. উপরিউক্তটি হল সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস, যা অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বিএসই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -এ ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। একই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -এও উপলব্ধ।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২৬ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

বাংলার নারী

ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকগুলি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন অহিংস পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে যা বিপ্লবী আন্দোলন নামে পরিচিত। বাংলায় মূলত কার্জন কতৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করে, সেটি বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত বেকারদের কর্মহীন ভবিষ্যৎ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি ইতালির ঐক্য আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন এখানকার বিপ্লবীদের তা অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। মাত্র পাঁচ বছরে(১৯০৭) শুধুমাত্র ঢাকাতে অনুশীলন সমিতির শাখা গড়ে ওঠে ৫০০টি। ১৯০৬ সালে কলকাতা থেকে যুগান্তর নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, গড়ে ওঠে যুগান্তর বিপ্লবী গোষ্ঠী। যুগান্তর পত্রিকায় বিপ্লবীদের মানসিক অনুপ্রেরণা প্রদান করার জন্য লেখা হয় 'শ্বেত জাতির হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প আমরা ছাড়বো না— টাকার ভাবনা নেই। পোস্ট অফিস, ব্যাংক, ট্রেজারি লুট করে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে। টাকা হলেই পিস্তল, রিভলবার পাওয়া যাবে। বোমাও তৈরি করা যাবে। যুবকগন দেশ মাতৃকার পূজায় আত্ম বলিদানে বদ্ধপরিকর হও'!

প্রথমদিকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে মহিলারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এগিয়ে না এলেও বিপ্লবীদের (পুরুষ) সাহায্য করতে, পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দিতে অনেক মহিলাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। সতীশ পাকড়াশী অগ্নি দিনের কথায় লিখেছেন মেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার কোন পরিকল্পনা তখন ছিল না। কিন্তু মা, বৌদি, স্ত্রী, বোন হিসাবে তাদের সাহায্য বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়েছে। ফেরারি বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল, রিভলবার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা — কোন কোন বিপ্লবী পরিবারের মেয়েরা এসব কাজ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সিউড়িতে (বীরভূম) সিন্ধুবালা দেবী নামক এক মহিলার বাড়িতে মসার পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর বাস্কে এই পিস্তলকে রেখেছে তা তিনি বলতে অস্বীকার করেন তাঁকে দুই বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।'

বস্তুতপক্ষে ঐতিহাসিক সত্য এই সিন্ধুবালা দেবীই পরাধীন ভারতে প্রথম মহিলা বিপ্লবী। মহিলা বিপ্লবী আন্দোলনের তিনি হচ্ছেন পথিকৃৎ। তিনি নিজের বাড়িতে রডা কোম্পানির সাতটি পিস্তল ও একটাঙ্ক কার্তুজ লুকিয়ে রাখেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কিন্তু তিনি পুলিশকে কোন তথ্যই প্রদান করেননি। কিন্তু তাকে কারাগার বরণ করতে হয়। আড়াই বছর (সশ্রম) কারাদণ্ডে তিনি দন্ডিত হন। তিনিই প্রথম মহিলা বিপ্লবী যিনি ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কার্যের জন্য কারাবাস করেন।

হাওড়ার ননী বালা (বাল্য বিধবা) বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির কাছে বিপ্লবী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অমর চ্যাটার্জী ও তাঁর দুই সহকর্মীকে রিষরায় গোপনে তিনি লুকিয়ে রাখেন। বিপ্লবী রাম বাবু গ্রেপ্তার হলে ননী বালা লুকানো পিস্তলের কথা জানার জন্য তাঁর পত্নী সেজে রামবাবুর কাছ থেকে গোপন কথা জেনে আসেন কারাগারে রাম বাবুর সাথে দেখা করে। ননি বালা গৃহকর্ত্রী সেজে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বহু বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছেন। ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন আইনে রাজবন্দী হিসেবে তিনিই প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি কারাগারে আটক ছিলেন।

মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন ক্ষীরদা সুন্দরী চৌধুরী। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ। তিনি এক বছর ধরে গৃহকর্ত্রীর বেশে অসংখ্য যুগান্তর দলের বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার বসন্ত চ্যাটার্জি কে হত্যার দায়ে বিপ্লবী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও ক্ষীতীশ চৌধুরীকে তিনি ময়মনসিংহের একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে গোপনে লুকিয়ে রাখেন। এরপর ক্ষীরোদা সুন্দরী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাশীতে পলায়ন করেন।

বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রদান অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য বগলাসুন্দরীদেবী, বিন্দুবাসিনী দেবী, দুর্গা পাইন প্রমুখদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও অত্যাচারও করে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ)

কৃষ্ণকুমার মিত্র যিনি ছিলেন সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর পত্নী লীলাবতী মিত্র এবং তাঁদের কন্যা সক্রিয়ভাবে বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রদান করেছে এবং বিপ্লবী কার্যে সহযোগিতা করেছে। মতিপ্রভা দত্তগুপ্ত তিনি বিপ্লবীদের কুরিয়ারের কাজ করতেন। মতিপ্রভা দত্ত গুপ্ত অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন মাত্র ১৫ বছর বয়সে, তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হন , বিখ্যাত শোভা বাজার মামলায় তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে তিনি চট্টগ্রামে চলে যান মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বের বিপ্লবী কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কমলা দাশগুপ্ত মাত্র ১২ বছর বয়সে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের সদস্য হন। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তিনি বোমা, পিস্তল,

সিন্ধুবালা দেবী

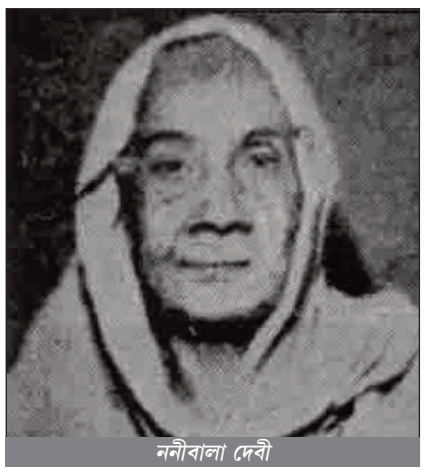
ননীবালা দেবী

ক্ষীরদাসুন্দরী চৌধুরী

লীলাবতী মিত্র

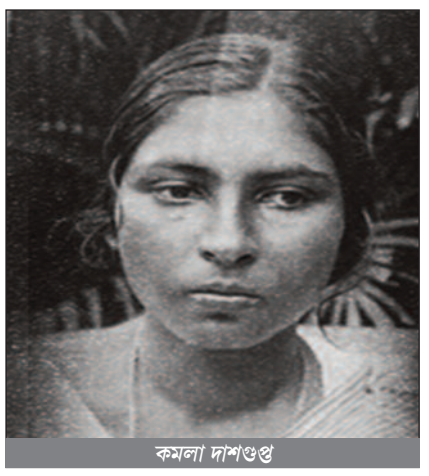
কমলা দাশগুপ্ত

উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়

বীনা দাস

লীলা নাগ রায়

কল্পনা দত্ত

প্রথমদিকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে মহিলারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এগিয়ে না এলেও বিপ্লবীদের (পুরুষ) সাহায্য করতে, পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দিতে অনেক মহিলাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। সতীশ পাকড়াশী অগ্নি দিনের কথায় লিখেছেন মেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার কোন পরিকল্পনা তখন ছিল না। কিন্তু মা, বৌদি, স্ত্রী, বোন হিসাবে তাদের সাহায্য বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়েছে। ফেরারি বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল, রিভলভার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা — কোনও কোনও বিপ্লবী পরিবারের মেয়েরা এসব কাজ করেছেন।

চিঠিপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিপ্লবীদের (পুরুষ) হাতে আদান প্রদান করতেন। ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেপ্তার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। ইন্দুসুধা ঘোষ ছিলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর ছাত্রী। ওয়াটসনকে (স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক) গুলি করে যে সমস্ত বিপ্লবীরা, তাদের তিনি আশ্রয় প্রদান করেন। এই সমস্ত কারণে পুলিশ ইন্দু সুধা ঘোষকে গ্রেফতার করে,এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রাখেন। বাংলার গভর্নর আন্ডারসনকে দার্জিলিংএ হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় একজন মহিলা বিপ্লবী গ্রেফতার হন তাঁর নাম উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়। এবং বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতের সাথে পরে তাঁর বিবাহ হয়। এছাড়াও মহিলা বিপ্লবী যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শোভারানী দত্ত কমলা মুখোপাধ্যায়। এনারা সবাই পলাতক বিপ্লবীদের (পুরুষ) আশ্রয় প্রদান করতেন, চিঠি পত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আদান প্রদান করতেন।

বিপ্লবী কার্যকলাপে উল্লেখযোগ্য নাম হলো বীণা দাস, তিনি তাঁর দিদি কল্যাণীর অনুপ্রেরণায় কমলা দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে এসে যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত হন। তাদের উপর দায়িত্ব পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বাংলার বড়লাট স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার। বীণা দাস গুলি করেন কিন্তু গুলি বড়লাটের গায়ে লাগে না। ন বছর তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়। বীণা দাসের 'শৃঙ্খলের ঝংকার ' নামে একটি উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী পরে তিনি রচনা করেন।

নারী বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো শান্তি ও সুনীতি। ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর শান্তি ও সুনীতি গুলি করে কুমিল্লার অত্যাচারী জেলাশাসক স্টিভেন্স কে হত্যা করেন। বয়সের কারণে ফাঁসি না হয়ে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সুনীতিকে মেদনীপুর জেলায় কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসেবে রাখা হয়েছিল। সুনীতির এই কাজের জন্য তাঁর পিতার পেনশন বন্ধ হয়ে যায়, অনাহারে যক্ষা রোগে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়। বাংলার যারা উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী নারী ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পারুল মুখার্জি তিনি টিটাগরে সশস্ত্র বিপ্লবী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। আরেকজন উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী ছিলেন লীলা নাগ (রায়)। প্রথমে দিপালী সংঘ ও পরে দিপালী ছাত্রীসঙ্গ তিনি গঠন করেন। তিনি পুরুষদের মত মেয়েদেরও লাঠিখেলা, ছুরি খেলা, প্রভৃতি শারীরিক কসরত শেখানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৩০ সালে ছাত্রী ভবন নামে একটি আবাসিক মহিলা বিপ্লবী ভবন নির্মাণ করেন। ১৯৩০ সালের বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স এক অনুসারে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তিনি প্রথমে সিউড়ি, পরে হিজলি জেলে সাত বছর কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। তিনিই প্রথম মহিলা বিপ্লবী যিনি ডিটেনশন সাজা

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

পান। সবশেষে উল্লেখ করবো দুজন বিখ্যাত মহিলা বিপ্লবী কথা উল্লেখ করে। তাঁরা হলেন কল্পনা দত্ত (যোশি) ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এই দুজন বিপ্লবী নেত্রী চট্টগ্রাম বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম মহিলা শহীদ হলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ২১ বছর বয়সে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনস্টিটিউশন যেখানে ইংরেজরা সান্ধ্য প্রমোদে মিলিত হতো সেটি আক্রমণ করেন। পরে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তিনি তাঁর মাকে একটি চিঠি লেখেন-আমি তো সত্যের জন্য স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?... সন্তানকে তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া অসংখ্য মহিলা বিপ্লবী চট্টগ্রামে বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন কমলা ব্যানার্জি, রেনু রায়, নন্দিনী পাল, সরোজিনী পাল প্রমিলা দাস, অনিমা বিশ্বাস। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে যে ঝান্সী বাহিনী গঠিত হয়েছিল সেখানেও বাংলার অনেক মহিলা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেলা মিত্র, প্রতিমা পাল, প্রমুখ। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবের অধ্যায় আলোচনা করতে গেলে অনেক বাংলার মহিলার নামই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়।

সব ধর্মের মূল কথা নারীশক্তি

শুভজিৎ বসাক

প্রাচীনকাল থেকে যেকোনও ধর্মপালনের অন্তর্নিহিত অর্থ হল নিজেকে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করে মনে স্থিরতা বজায় রাখা। মানুষের বিবর্তন দেখলে স্পষ্টত সেখানে দেখা যায় যে সে বানর প্রজাতির বংশোদ্ভূত এবং প্রকৃতিতে ভয়ানক অবশ্যই আর এই ভয়াবহতাকে সরিয়ে স্থিরতার লক্ষ্যেই ধর্মের আশ্রয়ে মানুষ নিজেকে আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করেছে। মূলতঃ হিন্দু ধর্মে মানুষ যে ত্রিদেব অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আরাধনা করে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে আমরা বহু পুঁথি ও নথি থেকে জানতে পারি তাঁরাও ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন অপার সেই আদিশক্তি মহামায়ার কৃপার জন্য। একইভাবে খ্রিস্ট ধর্মে মাদার মেরির কোলে যীশুর হাসিখুশি প্রতিকৃতি বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই। একইসাথে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ তিনিও এই অপরা শক্তিকে চিনতে ও জানতে সারা জীবন ব্যয় করেছেন এবং কোরআনে নিরাকার শক্তিকে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে নিবদ্ধ আকারে রেখে গিয়েছেন। শক্তি অর্থাৎ যা দেখা যায় না কিন্তু মনের মধ্যে অফুরান সৃষ্টির জোয়ার বয়ে আনে তাইই হল আদিশক্তি বা মহামায়া বা আয়াত ইত্যাদি যাকে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন আকারে, শব্দে, মন্ত্রে, বিবরণে দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞানেও প্রমাণিত যে শক্তিকে আকার স্বরূপ দেখা যায় না, তার রূপান্তর ভেদ বোঝা যায়। অতএব আমাদের জীবনই আমাদের শক্তির ভান্ডার আর এই আদিশক্তি হল মূলতঃ জীব নারীর প্রকারভেদ মাত্র।

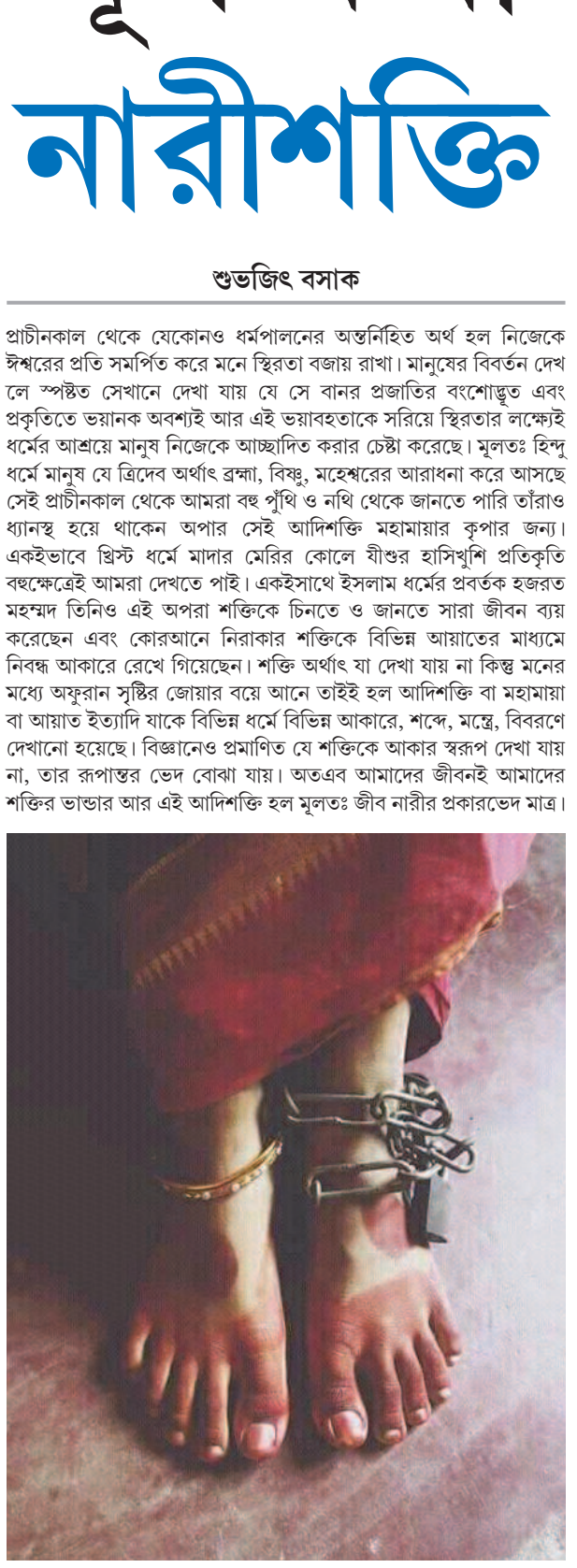

বর্তমান সময়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ শক্তি হারিয়ে সামাজিক ক্ষয়মূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যেমন নারী নির্যাতন, নারী পাচার, নারী হত্যা ইত্যাদি একইসাথে মহিলারাও অনেকক্ষেত্রে নিজেদের অনুধাবন করতে না পেরে অনেকক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে যৌনকর্মী হিসাবে বা কোথাও দ্রুত সাফল্যের আশায় চলতি শব্দ 'কম্প্রোমাইজেশনের' বশবর্তী হয়ে পড়ে নিজেকে কোথাও কোথাও সহজলভ্য করে ফেলে। আমরা অনেকেই ঈশ্বরকে মানি আবার কেউ মানি না কিন্তু ইতিহাস, অতীত, বিবর্তন এগুলোকে অগ্রাহ্য করে চলা যায় না। অর্থাৎ আমরা যারা ঈশ্বর মানি আবার না মানি আমরা কেউই নিজের জন্ম যে একটা শক্তির উৎস সেটা জীবনে অগ্রাহ্য করতে পারি না। প্রতিটি ধর্মে ঈশ্বর, পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মসংস্কারকেরাও সেই আদিশক্তির খোঁজে অর্থাৎ নিজের শক্তি অনুসন্ধানে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান অস্থির মুহূর্তে একবারও কোনও অপরাধী বা বাধ্য হয়ে অপরাধ করতে যাওয়া মানুষগুলোর মাথায় আসে না যে তাদের জীবনশক্তির উৎস একজন মহিলা অর্থাৎ তার মা এবং তার বংশের অন্যান্য মহিলা যারা মা হয়ে সমগ্র বংশের ধারক হিসাবে এক মহাশক্তির আধার হিসাবে কাজ করে গিয়েছে। আজ মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে ব্যস্ত আর যখন অপরাধপ্রবণতা কাজ করতে শুরু করে আবার কোথাও লোকদেখানো আচার পালনে তারা মহাসমারোহে নানা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ করে নিজেদেরকে পবিত্র করতে চায়, কিন্তু সেটা আদৌ যথাযথ হয় না কারণ তারা নিজেদের জন্মের সাথে অন্যের জন্মের শক্তিকেও অপমানিত করে, অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে এসেছে- একথা সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ সবার জন্যই প্রযোজ্য। শিশু বা অধৈর্য্য সন্তান যেমন মায়ের কোলে অপার স্নেহে বা তার কড়া শাসনে স্থিরতা পায়, বন্য ক্রুরতাও শান্ত করার যে পদ্ধতি সেই প্রতিটি ধর্মের আধারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মূলতঃ নারীশক্তি। অর্থাৎ অপরাধ করার মুহূর্তে অন্তত নিজের মাকে মনে পড়লে অপরাধীরা অপরাধপ্রবণতা বর্জন করতে পারে কারণ নিজের মাকে ভাল না বেসে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করে- এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। নারীকেও নিজের মধ্যেকার মাতৃত্বকে অনুভব করতে জানতে হবে, সবকিছু ফুৎকারে বা অগ্রাহ্য করে এড়িয়ে চলা যায় কিন্তু মোটেই এগিয়ে যাওয়া যায় না। নারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকাশক্তি এবং সে জীবনের অন্যতম আধার- একথা সৃষ্টির শেষদিন অবধি তার সত্যতা বজায় রাখবে। অতএব নারীশক্তির আরাধনা মানে সময়বিশেষে প্রতিমা বা যেকোনও ধর্মের কাছে শুধু গদগদ হয়ে যাওয়া বা অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা নয়, নিজের অন্তঃস্থিত প্রদত্ত নারীশক্তিকে চেনাজানা হওয়া আবশ্যক তাহলেই একসাথে মনুষ্যধর্মের বিস্তর কর্তব্য পালনে মানুষ কৃতকার্য হয়ে উঠবে, সমাজে ক্ষয়মূলক কার্যকলাপ ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকবে।